চতুর্দশ অধ্যায়

সায়ংকালে দিতির গর্ভধারণ

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

নিশম্য কৌষারবিণোপবর্ণিতাং
হরেঃ কথাং কারণসূকরাত্মনঃ ।
পুনঃ স পপ্রচ্ছ তমুদ্যতাঞ্জলি-
র্ন চাতিতৃপ্তো বিদুরো ধৃতব্রতঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; নিশম্য—শোনার পর; কৌষারবিণা—মহর্ষি মৈত্রেয়ের দ্বারা; উপবর্ণিতাম্—বর্ণিত; হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; কথাম্—বর্ণনা; কারণ—পৃথিবীকে ধারণ করার উদ্দেশ্যে; সূকর-আত্মনঃ—বরাহ অবতারের; পুনঃ—পুনরায়; সঃ—তিনি; পপ্রচ্ছ—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; তম্—তাঁর কাছে (মৈত্রেয়); উদ্যত-অঞ্জলিঃ—কৃতাঞ্জলিপুটে; ন—কখনই না; চ—ও; অতি-তৃপ্তঃ—অত্যন্ত সন্তুষ্ট; বিদুরঃ—বিদুর; ধৃত-ব্রতঃ—ব্রতধারণ করেছেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে ভগবানের বরাহ অবতারের কথা শ্রবণ করার পর, ব্রতনিষ্ঠ বিদুর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর কাছে অনুরোধ করেন, যাতে তিনি কৃপাপূর্বক ভগবানের অন্যান্য অপ্রাকৃত লীলাসমূহ বর্ণনা করেন, কেননা তিনি (বিদুর) তখনও পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারেননি।

শ্লোক ২

বিদুর উবাচ

তেনৈব তু মুনিশ্রেষ্ঠ হরিণা যজ্ঞমূর্তিনা ।
আদিদৈত্যো হিরণ্যাক্ষো হত ইত্যনুশুশ্রুম ॥ ২ ॥

বিদুরঃ উবাচ—শ্রীবিদুর বললেন; তেন—তাঁর দ্বারা; এব—নিশ্চয়ই; তু—কিন্তু; মুনি-শ্রেষ্ঠ—হে ঋষিবর্য; হরিণা—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; যজ্ঞ-মূর্তিনা—যজ্ঞস্বরূপ; আদি—আদি; দৈত্যঃ—দৈত্য; হিরণ্যাক্ষঃ—হিরণ্যাক্ষ নামক; হতঃ—নিহত; ইতি—এইভাবে; অনুশুশ্রুম—পরম্পরাক্রমে শ্রবণ করেছি।

অনুবাদ

শ্রীবিদুর বললেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পরম্পরাক্রমে আমি শুনেছি যে, আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষ যজ্ঞমূর্তি পরমেশ্বর ভগবান (বরাহদেব) কর্তৃক নিহত হয়েছিল।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বায়ম্ভুব ও চাক্ষুষ এই দুই মন্বন্তরে বরাহদেবের আবির্ভাব হয়েছিল। তবে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের জলের মধ্য থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন, এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে তিনি আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে সংহার করেছিলেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তিনি শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছিলেন, এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে তিনি রক্তবর্ণ ধারণ করেছিলেন। বিদুর ইতিমধ্যে তাঁদের একজনের সম্বন্ধে শুনেছিলেন, এখন তিনি অপর অবতার সম্বন্ধে শ্রবণ করার প্রস্তাব করেছেন। যে দুটি ভিন্ন বরাহ অবতারের বর্ণনা এখানে করা হয়েছে, তাঁরা একই পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ৩

তস্য চোদ্ধরতঃ ক্ষৌণীং স্বদংষ্ট্রাগ্রেণ লীলয়া ।
দৈত্যরাজস্য চ ব্রহ্মন্ কস্মাদ্ধেতোরভূন্মৃধঃ ॥ ৩ ॥

তস্য—তাঁর; চ—ও; উদ্ধরতঃ—উদ্ধার করার সময়; ক্ষৌণীম্—পৃথিবী; স্ব-দংষ্ট্র-অগ্রেণ—তাঁর দশনাগ্রের দ্বারা; লীলয়া—তাঁর লীলায়; দৈত্য-রাজস্য—দৈত্যরাজের; চ—এবং; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; কস্মাৎ—কি থেকে; হেতোঃ—কারণ; অভূৎ—হয়েছিল; মৃধঃ—যুদ্ধ।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ। ভগবান যখন ক্রীড়াচ্ছলে পৃথিবীকে উদ্ধার করছিলেন, তখন কি কারণে দৈত্যরাজের সঙ্গে বরাহদেবের যুদ্ধ হয়েছিল?

শ্লোক ৪

শ্রদ্দধানায় ভক্তায় ব্রূহি তজ্জন্মবিস্তরম্ ।
ঋষে ন তৃপ্যতি মনঃ পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৪ ॥

শ্রদ্দধানায়—শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিকে; **ভক্তায়**—ভক্তকে; **ব্রূহি**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **তৎ**—তাঁর; **জন্ম**—আবির্ভাব; **বিস্তরম্**—বিস্তারিতভাবে; **ঋষে**—হে মহর্ষি; **ন**—না; **তৃপ্যতি**—সন্তুষ্ট হয়; **মনঃ**—মন; **পরম্**—অত্যন্ত; **কৌতূহলম্**—জিজ্ঞাসু; **হি**—নিশ্চয়ই; **মে**—আমার।

অনুবাদ

আমার মন অত্যন্ত জিজ্ঞাসু হয়েছে, তাই আমি ভগবানের অবতারের বর্ণনা শ্রবণ করে তৃপ্ত হতে পারছি না। আপনি কৃপা করে এক শ্রদ্ধাবান ভক্তের কাছে আরও বেশি করে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

যিনি প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধাবান ও জিজ্ঞাসু, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের দিব্য লীলাসমূহ শ্রবণ করার যোগ্য। বিদুর এই প্রকার দিব্য বাণী শ্রবণের উপযুক্ত পাত্র।

শ্লোক ৫

মৈত্রেয় উবাচ

সাধু বীর ত্বয়া পৃষ্টমবতারকথাং হরেঃ ।
যত্ত্বং পৃচ্ছসি মর্ত্যানাং মৃত্যুপাশবিশাতনীম্ ॥ ৫ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **সাধু**—ভক্ত; **বীর**—হে বীর; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **পৃষ্টম্**—জিজ্ঞাসিত; **অবতার-কথাম্**—ভগবানের অবতারের কাহিনী; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **যৎ**—যা; **ত্বম্**—আপনার; **পৃচ্ছসি**—প্রশ্ন করছেন; **মর্ত্যানাম্**—যারা মরণশীল তাদের; **মৃত্যু-পাশ**—জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন; **বিশাতনীম্**—মুক্তির উপায়।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বীর! আপনি ভক্তের উপযুক্ত প্রশ্ন করেছেন, কেননা তা পরমেশ্বর ভগবানের অবতারের সম্বন্ধে। তিনিই হচ্ছেন মরণশীল ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তির উপায়।

তাৎপর্য

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বীর বলে সম্বোধন করেছিলেন, তার কারণ এই নয় যে, তিনি কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, পক্ষান্তরে তাঁকে এইভাবে সম্বোধন করার কারণ ছিল যে, তিনি বরাহদেব ও নৃসিংহদেবরূপে ভগবানের অবতারের বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ শুনবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন। যেহেতু সেই প্রশ্ন ছিল ভগবানের সম্বন্ধে, তাই তা সর্বতোভাবে ভক্তের উপযুক্ত ছিল। ভগবদ্ভক্তের কোন জড় বিষয়ে শোনবার রুচি থাকে না। জড় জগতের যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সেইগুলি শুনতে কখনই আগ্রহী হন না। ভগবান যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন তা মৃত্যুর যুদ্ধ নয়, পক্ষান্তরে তা হচ্ছে জীবের জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবৃত্তির বন্ধনসৃষ্টিকারী মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যিনি ভগবানের যুদ্ধলীলার বিষয়ে শ্রবণ করে আনন্দ লাভ করেন, তিনি জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের অংশ গ্রহণ করার ফলে মূর্খ মানুষেরা তাঁর প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়। তারা জানে না যে, তাঁর এই অংশগ্রহণের ফলে যাঁরা রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই মুক্তি লাভ করেছিলেন। ভীষ্মদেব বলেছিলেন, যাঁরা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই ভগবানের যুদ্ধলীলার কথা শ্রবণ করাও অন্য যে কোন প্রকার ভক্তির অনুশীলনেরই মতো।

শ্লোক ৬

যয়োত্তানপদঃ পুত্রো মুনিনা গীতয়ার্ভকঃ ।
মৃত্যোঃ কৃত্বৈব মূর্ধ্ন্যঙ্ঘ্রিমারুরোহ হরেঃ পদম্ ॥ ৬ ॥

যয়া—যার দ্বারা; **উত্তানপদঃ**—রাজা উত্তানপাদের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **মুনিনা**—ঋষির দ্বারা; **গীতয়া**—কীর্তিত হয়ে; **অর্ভকঃ**—একটি শিশু; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যুর; **কৃত্বা**—স্থাপন করে; **এব**—নিশ্চয়ই; **মূর্ধ্নি**—মস্তকে; **অঙ্ঘ্রিম্**—পা; **আরুরোহ**—আরোহণ করেছিলেন; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পদম্**—ধাম।

অনুবাদ

মহর্ষি (নারদের) কাছ থেকে এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করে, মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র (ধ্রুব) পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছিলেন, এবং মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণ করে ভগবদ্ধামে আরোহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহারাজ তাঁর দেহত্যাগের সময় সুনন্দ আদি ভগবৎ পার্ষদগণ কর্তৃক ভগবদ্ধামে নীত হয়েছিলেন। তিনি অল্প বয়সে এই জগৎ ত্যাগ করেন, যদিও তিনি তাঁর পিতার সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর কয়েকটি পুত্র ছিল। যেহেতু তিনি এই সংসার ত্যাগ করছিলেন, মৃত্যু তাঁর প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু তিনি মৃত্যুর পরোয়া করেননি, এবং সশরীরে চিন্ময় বিমানে আরোহণ করে সরাসরিভাবে বিষ্ণুলোকে গমন করেছিলেন। তাঁর এই সৌভাগ্য হয়েছিল কেননা তিনি মহর্ষি নারদ মুনির সঙ্গ লাভ করেছিলেন, এবং তাঁর কাছ থেকে ভগবানের লীলাসমূহের বর্ণনা শ্রবণ করেছিলেন।

শ্লোক ৭

অথাত্রাপীতিহাসোঽয়ং শ্রুতো মে বর্ণিতঃ পুরা ।
ব্রহ্মণা দেবদেবেন দেবানামনুপৃচ্ছতাম্ ॥ ৭ ॥

অথ—এখন; অত্র—এই বিষয়ে; অপি—ও; ইতিহাসঃ—ইতিহাস; অয়ম্—এই; শ্রুতঃ—শ্রবণ; মে—আমার দ্বারা; বর্ণিতঃ—বর্ণিত; পুরা—বহুকাল পূর্বে; ব্রহ্মণা—ব্রহ্মার দ্বারা; দেব-দেবেন—দেবতাদের মধ্যে সর্বপ্রধান; দেবানাম্—দেবতাদের দ্বারা; অনুপৃচ্ছতাম্—জিজ্ঞাসা করে।

অনুবাদ

বরাহরূপী ভগবানের সঙ্গে দৈত্য হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধের ইতিহাস বহু বছর আগে যখন দেবতাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বর্ণনা করেছিলেন, তখন আমি তা শ্রবণ করেছিলাম।

শ্লোক ৮

দিতির্দাক্ষায়ণী ক্ষত্তর্মারীচং কশ্যপং পতিম্ ।
অপত্যকামা চকমে সন্ধ্যায়াং হৃচ্ছয়ার্দিতা ॥ ৮ ॥

দিতিঃ—দিতি; দাক্ষায়ণী—দক্ষকন্যা; ক্ষত্তঃ—হে বিদুর; মারীচম্—মরীচির পুত্র; কশ্যপম্—কশ্যপকে; পতিম্—তাঁর পতি; অপত্য-কামা—পুত্র লাভের বাসনায়; চকমে—অভিলাষ করেছিলেন; সন্ধ্যায়াম্—সায়ংকালে; হৃৎশয়—কামবাসনার দ্বারা; অর্দিতা—পীড়িতা হয়ে।

অনুবাদ

দক্ষকন্যা দিতি কামশরে পীড়িতা হয়ে, সন্ধ্যাকালে তাঁর পতি মরীচিপুত্র কশ্যপের কাছে সন্তান লাভের মানসে, সন্ধ্যাবেলায় মৈথুনে লিপ্ত হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৯

ইষ্ট্বাগ্নিজিহ্বং পয়সা পুরুষং যজুষাং পতিম্ ।
নিম্লোচত্যর্ক আসীনমগ্ন্যাগারে সমাহিতম্ ॥ ৯ ॥

ইষ্ট্বা—পূজা করার পর; অগ্নি—অগ্নি; জিহ্বম্—জিহ্বা; পয়সা—আহুতির দ্বারা; পুরুষম্—পরম পুরুষকে; যজুষাম্—সমস্ত যজ্ঞের; পতিম্—ঈশ্বর; নিম্লোচতি—যখন অস্ত যাচ্ছিল; অর্কে—সূর্য; আসীনম্—উপবেশন করে; অগ্নি-অগারে—যজ্ঞশালায়; সমাহিতম্—পূর্ণরূপে সমাধিস্থ।

অনুবাদ

সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছিল, তখন সেই মহর্ষি যজ্ঞশালায় অগ্নিজিহ্ব শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করার মাধ্যমে পূজা করে সমাধিস্থ ছিলেন।

তাৎপর্য

অগ্নিকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর জিহ্বা বলে মনে করা হয়, এবং অগ্নিতে যখন শস্য ও ঘি আহুতি দেওয়া হয়, তখন তিনি তা গ্রহণ করেন। এইটি হচ্ছে যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত যজ্ঞের তত্ত্ব। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর তৃপ্তিতে সমস্ত দেবতা ও অন্যান্য জীবেদের তৃপ্তি সন্নিবিষ্ট রয়েছে।

শ্লোক ১০

দিতিরুবাচ

এষ মাং ত্বৎকৃতে বিদ্বন্ কাম আত্তশরাসনঃ ।
দুনোতি দীনাং বিক্রম্য রম্ভামিব মতঙ্গজঃ ॥ ১০ ॥

দিতিঃ উবাচ—সুন্দরী দিতি বললেন; **এষঃ**—এই সমস্ত; **মাম্**—আমাকে; **ত্বৎ-কৃতে**—আপনার জন্য; **বিদ্বন্**—হে পরম বিদ্বান; **কামঃ**—কামদেব; **আত্ত-শরাসনঃ**—শরাসন গ্রহণ করে; **দুনোতি**—আমাকে পীড়িত করছে; **দীনাম্**—দীনহীন আমাকে; **বিক্রম্য**—আক্রমণ করে; **রম্ভাম্**—কদলী বৃক্ষ; **ইব**—মতো; **মত্ত-গজঃ**—মত্ত হস্তী।

অনুবাদ

সেই স্থানে সুন্দরী দিতি তাঁর বাসনা ব্যক্ত করে বললেন—হে বিদ্বান শ্রেষ্ঠ, মত্ত হস্তী যেমন কদলী বৃক্ষকে পীড়িত করে, তেমনই কন্দর্প তাঁর শরাসন গ্রহণ করে আমাকে বলপূর্বক পীড়িত করছেন।

তাৎপর্য

সুন্দরী দিতি তাঁর পতিকে সমাধিমগ্ন দর্শন করে, তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য অঙ্গভঙ্গি সহকারে তাঁকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা না করে, উচ্চস্বরে কথা বলতে লাগলেন। তিনি সরলভাবে তাঁকে বলেন যে, কদলী বৃক্ষ যেমন মত্ত হস্তীর দ্বারা পীড়িত হয়, তিনিও তেমনই তাঁর পতির উপস্থিতিতে কামবাসনার দ্বারা পীড়িত হচ্ছেন। তাঁর সমাধিস্থ পতিকে এইভাবে উত্তেজিত করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না, কিন্তু তিনি তাঁর অত্যন্ত প্রবল কামবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। তাঁর কামবাসনা মত্ত হস্তীর মতো হয়ে উঠেছিল, এবং তাই তাঁর পতির প্রাথমিক কর্তব্য ছিল তাঁর বাসনা পূর্ণ করার দ্বারা সর্বতোভাবে তাঁকে আশ্রয় প্রদান করা।

শ্লোক ১১

তদ্ভবান্দহ্যমানায়াং সপত্নীনাং সমৃদ্ধিভিঃ ।
প্রজাবতীনাং ভদ্রং তে ময্যায়ুঙ্ক্তামনুগ্রহম্ ॥ ১১ ॥

তৎ—তাই; **ভবান্**—আপনি; **দহ্যমানায়াম্**—ব্যথিত হয়ে; **স-পত্নীনাম্**—সপত্নীদের; **সমৃদ্ধিভিঃ**—সমৃদ্ধির দ্বারা; **প্রজা-বতীনাম্**—যাদের সন্তান রয়েছে তাদের; **ভদ্রম্**—সর্বমঙ্গল; **তে**—আপনার; **ময়ি**—আমাকে; **আয়ুঙ্ক্তাম্**—সর্বতোভাবে আমার জন্য করুন; **অনুগ্রহম্**—কৃপা।

অনুবাদ

তাই আপনি আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সম্পূর্ণ অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। আমার সপত্নীদের সমৃদ্ধি দর্শন করে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি, এবং তাই আমি সন্তান কামনা করি। এই কার্য সম্পন্ন করে আপনি সুখী হবেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় সন্তান উৎপাদনের জন্য কাম আচরণ ধর্মসম্মত বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কাম আচরণ ধর্মবিরুদ্ধ। দিতি যে তাঁর পতির কাছে মৈথুনের আবেদন করেছিলেন, তা ঠিক কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য নয়, পক্ষান্তরে সন্তান লাভের বাসনায়। তাঁর পুত্র না থাকায় তিনি তাঁর সপত্নীদের সামনে নিজেকে হীন বলে অনুভব করেছিলেন। তাই কশ্যপের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর ধর্মপত্নীর বাসনা চরিতার্থ করা।

শ্লোক ১২

ভর্তর্যাপ্তোরুমানানাং লোকানাবিশতে যশঃ ।
পতির্ভবদ্বিধো যাসাং প্রজয়া ননু জায়তে ॥ ১২ ॥

ভর্তরি—পতির দ্বারা; আপ্ত-উরুমানানাম্—যারা প্রিয় তাদের; লোকান্—জগতে; আবিশতে—ব্যাপ্ত হয়; যশঃ—খ্যাতি; পতিঃ—পতি; ভবৎ-বিধঃ—আপনার মতো; যাসাম্—যাদের; প্রজয়া—সন্তানদের দ্বারা; ননু—নিশ্চয়ই; জায়তে—বৃদ্ধি করা।

অনুবাদ

পতির আশীর্বাদে পত্নী জগতে সম্মান লাভ করেন, এবং আপনার মতো পতি সন্তান লাভ করে যশস্বী হবেন, কেননা আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জগতে প্রজা বৃদ্ধি করা।

তাৎপর্য

ঋষভদেবের মতে, যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরুষ অথবা নারী সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হতে পারছেন যে, তাঁদের সন্তানদের তাঁরা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের পিতা বা মাতা হওয়া উচিত নয়। মনুষ্যজীবনই হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জড় জগৎ থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র সুযোগ। প্রতিটি মানুষকেই মানবজীবনের এই উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ দেওয়া উচিত, এবং কশ্যপের মতো পিতার কাছ থেকে এই আশা করা যায় যে, তিনি মুক্তির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুসন্তান উৎপাদন করবেন।

শ্লোক ১৩

পুরা পিতা নো ভগবান্দক্ষো দুহিতৃবৎসলঃ ।
কং বৃণীত বরং বৎসা ইত্যপৃচ্ছত নঃ পৃথক্ ॥ ১৩ ॥

পুরা—বহুকাল পূর্বে; **পিতা**—পিতা; **নঃ**—আমাদের; **ভগবান্**—অতি ঐশ্বর্যশালী; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **দুহিতৃ-বৎসলঃ**—কন্যাদের প্রতি স্নেহশীল; **কম্**—কাকে; **বৃণীত**—তোমরা গ্রহণ করতে চাও; **বরম্**—তোমাদের পতি; **বৎসাঃ**—হে কন্যাগণ; **ইতি**—এইভাবে; **অপৃচ্ছত**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **নঃ**—আমাদের; **পৃথক্**—আলাদাভাবে।

অনুবাদ

পুরাকালে, আমাদের অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ও দুহিতৃবৎসল পিতা দক্ষ আমাদের প্রত্যেককেই পৃথক-পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তোমরা কাকে পতিত্বে বরণ করতে চাও।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে প্রতীত হয় যে, তখনকার দিনে পিতা কন্যাকে স্বতন্ত্রভাবে পতি মনোনয়ন করতে দিতেন, কিন্তু অবাধে মেলামেশার দ্বারা পতি বরণ করার অনুমতি ছিল না। কন্যাদের পতি মনোনয়ন করার স্বাধীনতা দেওয়া হত এবং তারা তাদের পতি মনোনয়ন করতেন কার্যকলাপ ও ব্যক্তিত্ব অনুসারে তাদের খ্যাতি শ্রবণ করার মাধ্যমে। এই মনোনয়নের চরম সিদ্ধান্ত অবশ্য নির্ভর করত পিতার উপর।

শ্লোক ১৪

স বিদিত্বাত্মজানাং নো ভাবং সন্তানভাবনঃ ।
ত্রয়োদশাদদাত্তাসাং যাস্তে শীলমনুব্রতাঃ ॥ ১৪ ॥

সঃ—দক্ষ; **বিদিত্বা**—অবগত হয়ে; **আত্ম-জানাম্**—কন্যাদের; **নঃ**—আমাদের; **ভাবম্**—অভিপ্রায়; **সন্তান**—সন্তান; **ভাবনঃ**—হিতাকাঙ্ক্ষী; **ত্রয়োদশ**—তের; **অদদাৎ**—দান করেছিলেন; **তাসাম্**—তারা সকলে; **যাঃ**—যারা; **তে**—আপনার; **শীলম্**—ব্যবহার; **অনুব্রতাঃ**—সর্বতোভাবে শ্রদ্ধাশীল।

অনুবাদ

আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী পিতা দক্ষ আমাদের অভিলাষ জানতে পেরে, তাঁর তেরজন কন্যাকেই আপনার হস্তে অর্পণ করেছেন, এবং তখন থেকেই আমরা সকলে আপনার অনুব্রতা।

তাৎপর্য

সাধারণত কন্যারা তাদের পিতার কাছে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করতে অত্যন্ত সঙ্কোচ অনুভব করত, কিন্তু পিতা অন্য কারোর মাধ্যমে কন্যাদের অভিপ্রায় অবগত হতেন, যেমন পিতামহীর মাধ্যমে, যাঁর সঙ্গে পৌত্রীদের অবাধে মেলামেশা থাকত। মহারাজ দক্ষ তাঁর কন্যাদের অভিপ্রায় জানতে পেরে তাঁর তেরজন কন্যাকে কশ্যপের হস্তে অর্পণ করেছিলেন। দিতির ভগ্নীদের মধ্যে প্রত্যেকেই সন্তানবতী ছিলেন, তাই তাঁর পতির প্রতি তিনি আবেদন করেছিলেন, তাঁদেরই মতো অনুব্রতা হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি সন্তানহীন থাকবেন?

শ্লোক ১৫

অথ মে কুরু কল্যাণং কামং কমললোচন ।
আর্তোপসর্পণং ভূমন্নমোঘং হি মহীয়সি ॥ ১৫ ॥

অথ—অতএব; মে—আমাকে; কুরু—কৃপা করুন; কল্যাণম্—মঙ্গল-বিধান; কামম্—বাসনা; কমল-লোচন—হে পদ্মলোচন; আর্ত—দুর্দশাগ্রস্ত; উপসর্পণম্—আগমন; ভূমন্—হে মহান; অমোঘম্—অব্যর্থ; হি—নিশ্চয়ই; মহীয়সি—মহান ব্যক্তির।

অনুবাদ

হে কমললোচন! কৃপা করে আমার বাসনা পূর্ণ করার দ্বারা আমার মঙ্গল-বিধান করুন। আর্ত ব্যক্তি যখন কোন মহাপুরুষের শরণ গ্রহণ করে, তখন তার নিবেদন বিফল হয় না।

তাৎপর্য

দিতি ভালভাবেই জানতেন যে, অসময় ও অনুপযুক্ত পরিস্থিতির জন্য কশ্যপ তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন, কিন্তু তিনি আবেদন করেছিলেন, সঙ্কটকালে ও আর্ত অবস্থায় কাল অথবা পরিস্থিতির বিচার করা উচিত নয়।

শ্লোক ১৬

ইতি তাং বীর মারীচঃ কৃপণাং বহ্বভাষিণীম্ ।
প্রত্যাহানুনয়ন্ বাচা প্রবৃদ্ধানঙ্গকশ্মলাম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি—এইভাবে; **তাম্**—তাঁকে; **বীর**—হে বীর; **মারীচঃ**—মরীচিপুত্র (কশ্যপ); **কৃপণাম্**—দীনা; **বহ্ব-ভাষিণীম্**—অত্যন্ত প্রগল্‌ভ; **প্রত্যাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **অনুনয়ন্**—সান্ত্বনা দিয়ে; **বাচা**—বাণীর দ্বারা; **প্রবৃদ্ধ**—অত্যন্ত উদ্বেলিত; **অনঙ্গ**—কাম; **কশ্মলাম্**—কলুষিত।

অনুবাদ

হে বীর (বিদুর)! মরীচিতনয় কশ্যপ বহ্বভাষিণী, দীনা ও কামের দ্বারা কলুষিতা দিতিকে সান্ত্বনা দিয়ে, এইভাবে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

যখন পুরুষ অথবা স্ত্রী কামবাসনার দ্বারা অভিভূত হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তারা পাপের দ্বারা কলুষিত হয়েছে। কশ্যপ পারমার্থিক ক্রিয়ায় মগ্ন ছিলেন, কিন্তু এইভাবে বিচলিত তাঁর স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করার শক্তি তাঁর ছিল না। তিনি কঠোর বাক্যের দ্বারা সেই কার্য অসম্ভব বলে বর্ণনা করে তাঁর স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন, কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বিদুরের মতো শক্তিশালী ছিলেন না। বিদুরকে এখানে বীর বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কেননা আত্মসংযমের ক্ষেত্রে কেউই ভগবদ্ভক্তের থেকে অধিক শক্তিশালী নয়। এখানে প্রতীত হয় যে, কশ্যপ পূর্বেই তাঁর পত্নীর সঙ্গে কাম উপভোগে ইচ্ছুক ছিলেন, এবং যেহেতু তাঁর ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট দৃঢ় ছিল না, তাই তিনি কেবল সান্ত্বনাদায়ক বাক্যের দ্বারা তাঁকে বিরত করার চেষ্টা করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

এষ তেঽহং বিধাস্যামি প্রিয়ং ভীরু যদিচ্ছসি ।
তস্যাঃ কামং ন কঃ কুর্যাৎসিদ্ধিস্ত্রৈবর্গিকী যতঃ ॥ ১৭ ॥

এষঃ—এই; **তে**—তোমার অনুরোধ; **অহম্**—আমি; **বিধাস্যামি**—সম্পন্ন করব; **প্রিয়ম্**—অতি প্রিয়; **ভীরু**—হে ভয়ভীতা; **যৎ**—যা; **ইচ্ছসি**—তুমি অভিলাষ কর;

তস্যাঃ—তার; কামম্—বাসনা; ন—না; কঃ—কে; কুর্যাৎ—সম্পন্ন করবে; সিদ্ধিঃ—মুক্তির পূর্ণতা; ত্রৈ-বর্গিকী—ত্রিবর্গ; যতঃ—যার থেকে।

অনুবাদ

হে ভয়ভীতা! তুমি যা অভিলাষ করছ তা আমি অবিলম্বে পূর্ণ করব, কেননা যে স্ত্রী থেকে ত্রিবর্গ সিদ্ধি লাভ হয়, তার কামনা কে না পূর্ণ করে?

তাৎপর্য

মুক্তির তিনটি সিদ্ধি হচ্ছে ধর্ম, অর্থ ও কাম। বদ্ধ জীবের পক্ষে ধর্মপত্নীকে মুক্তির উপায়স্বরূপ বলে বিবেচনা করা হয়, কেননা সে তার পতির চরম মুক্তির জন্য তার সেবা নিবেদন করে। বদ্ধ জীবের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এবং কেউ যদি সৌভাগ্যক্রমে সুশীলা পত্নী লাভ করে, তাহলে তার পত্নী সর্বতোভাবে তাকে সাহায্য করে। কেউ যদি তার বদ্ধ জীবনে বিক্ষুব্ধ থাকে, তাহলে তিনি জড় জগতের কলুষে আরও গভীরভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সতী পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে পতির সমস্ত জড় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য সহযোগিতা করা, যাতে সে স্বচ্ছন্দে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য পারমার্থিক কার্যকলাপ সম্পাদন করতে পারে। পতি যখন পারমার্থিক পথে উন্নতিসাধন করে, তখন পত্নীও নিঃসন্দেহে তার কার্যকলাপের অংশীদার হয়, এবং এইভাবে পতি ও পত্নী উভয়েই পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করেন। তাই বালক ও বালিকা উভয়কেই পারমার্থিক কর্তব্য সম্পাদনের শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাতে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করার সময় উভয়েই লাভবান হতে পারে। বালকদের শিক্ষা হচ্ছে ব্রহ্মচর্য এবং বালিকাদের শিক্ষা হচ্ছে সতীত্ব। সতী পত্নী ও পারমার্থিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্রহ্মচারী এই দুয়ের সমন্বয় মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অত্যন্ত শুভ।

শ্লোক ১৮

সর্বাশ্রমানুপাদায় স্বাশ্রমেণ কলত্রবান্ ।
ব্যসনার্ণবমত্যেতি জলযানৈর্যথার্ণবম্ ॥ ১৮ ॥

সর্ব—সমস্ত; আশ্রমান্—আশ্রম; উপাদায়—পূর্ণ করে; স্ব—নিজের; আশ্রমেণ—আশ্রমের দ্বারা; কলত্র-বান্—বিবাহিত ব্যক্তি; ব্যসন-অর্ণবম্—ভয়ঙ্কর ভবসমুদ্র; অত্যেতি—অতিক্রম করতে পারে; জল-যানৈঃ—নৌকার সাহায্যে; যথা—যেমন; অর্ণবম্—সমুদ্র।

অনুবাদ

জলযানের সাহায্যে যেমন সমুদ্র পার হওয়া যায়, তেমনই পত্নীর সঙ্গে বাস করার মাধ্যমে ভয়ঙ্কর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

তাৎপর্য

জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করার জন্য চারটি সামাজিক আশ্রম রয়েছে—ব্রহ্মচর্য বা পবিত্র বিদ্যার্থী-জীবন, পত্নীর পাণিগ্রহণপূর্বক গার্হস্থ্য-জীবন, সংসারধর্ম থেকে অবসর গ্রহণের বানপ্রস্থ আশ্রম, এবং সর্বস্ব ত্যাগ করে পূর্ণরূপে পারমার্থিক প্রগতি সাধনের জন্য সন্ন্যাস আশ্রম। এই সকল আশ্রমগুলির সফল প্রগতি নির্ভর করে পত্নীর সঙ্গে বসবাসকারী গৃহস্থের উপর। এই সহযোগিতা চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার যথাযথ অনুষ্ঠানের জন্য আবশ্যক। বৈদিক বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা সাধারণত জাতি-ব্যবস্থা নামে পরিচিত। পত্নীর সঙ্গে যে ব্যক্তি গৃহে বাস করে, তার একটি মহান দায়িত্ব রয়েছে, এবং তা হচ্ছে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—সমাজের এই তিনটি বর্ণের সদস্যদের পালন করা। গৃহস্থ ব্যতীত সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে জীবনের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের কার্যে পূর্ণরূপে যুক্ত হওয়া, এবং সেই জন্য ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীদের জীবিকা উপার্জনের কোন সময় থাকে না বললেই চলে। তাই, তাঁরা গৃহস্থদের কাছ থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করে জীবনের ন্যূনতম আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেন, এবং পারমার্থিক উপলব্ধির অনুশীলন করেন। পারমার্থিক উন্নতি সাধনে রত অন্য তিনটি আশ্রমের সাহায্য করার মাধ্যমে গৃহস্থরাও পারমার্থিক উন্নতি সাধন করেন। এইভাবে চরমে সমাজের প্রতিটি সদস্যই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করে অনায়াসে অবিদ্যার সমুদ্র উত্তীর্ণ হন।

শ্লোক ১৯

যামাহুরাত্মনো হ্যর্ধং শ্রেয়স্কামস্য মানিনি ।
যস্যাং স্বধুরমধ্যস্য পুমাংশ্চরতি বিজ্বরঃ ॥ ১৯ ॥

যাম্—যে পত্নী; **আহুঃ**—বলা হয়; **আত্মনঃ**—শরীরের; **হি**—এইভাবে; **অর্ধম্**—অর্ধেক; **শ্রেয়ঃ**—কল্যাণ; **কামস্য**—সমস্ত বাসনার; **মানিনি**—হে প্রিয়ে; **যস্যাম্**—যার; **স্ব-ধুরম্**—সমস্ত দায়িত্ব; **অধ্যস্য**—অর্পণ করে; **পুমান্**—মানুষ; **চরতি**—বিচরণ করে; **বিজ্বরঃ**—নিশ্চিন্ত।

অনুবাদ

হে মানিনি! পত্নী এতই সহায়তা-পরায়ণা হয় যে, পতির সমস্ত পবিত্র কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার ফলে, তাকে পতির অর্ধাঙ্গিনী বলা হয়। পত্নীর উপর সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করে, মানুষ নিশ্চিন্তে বিচরণ করতে পারে।

তাৎপর্য

বৈদিক ব্যবস্থা অনুসারে পত্নীকে পতির অর্ধাঙ্গিনী বলে বিবেচনা করা হয়, কেননা পতির কর্তব্যের অর্ধাংশ সম্পাদন করার জন্য তিনি দায়ী। গৃহস্থের পঞ্চসূনা নামক পাঁচ প্রকার যজ্ঞ সম্পাদন করার দায়িত্ব রয়েছে, যার ফলে তিনি তাঁর দৈনন্দিন কার্যকলাপে অনিবার্যরূপে সংঘটিত সমস্ত প্রকার পাপকর্মের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হতে পারেন। মানুষ যখন গুণগতভাবে কুকুর-বিড়ালের মতো হয়ে যায়, তখন সে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের কথা ভুলে যায়, এবং তার ফলে সে তার পত্নীকে তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উপলক্ষ্য বলে মনে করে। পত্নীকে যখন ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের যন্ত্র বলে গ্রহণ করা হয়, তখন তার দৈহিক সৌন্দর্যই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচনা করা হয়, এবং যখনই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে বাধা পড়ে, তখন তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয় বা বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। কিন্তু যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে পতি ও পত্নী যখন পারমার্থিক উন্নতি সাধনকে তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেন, তখন দেহের সৌন্দর্যের গুরুত্ব দেওয়া হয় না অথবা তথাকথিত প্রেমের বিচ্ছেদ হয় না। জড় জগতে প্রেম বলে কোন বস্তু নেই। বিবাহ প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্র-নির্দেশিত পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পন্ন একটি কর্তব্য। তাই পারমার্থিক জ্ঞানরহিত কুকুর-বিড়ালের মতো জীবনযাপন না করার জন্য বিবাহের প্রথা অপরিহার্য।

শ্লোক ২০

যামাশ্রিত্যেন্দ্রিয়ারাতীন্দুর্জয়ানিতরাশ্রমৈঃ ।
বয়ং জয়েম হেলাভির্দস্যূন্দুর্গপতির্যথা ॥ ২০ ॥

যাম্—যার; **আশ্রিত্য**—আশ্রয়গ্রহণ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **অরাতীন্**—শত্রুগণ; **দুর্জয়ান্**—দুর্জয়; **ইতর**—গার্হস্থ্য আশ্রম ব্যতীত অন্যান্য আশ্রমের; **আশ্রমৈঃ**—আশ্রমের দ্বারা; **বয়ম্**—আমরা; **জয়েম**—জয় করতে পারি; **হেলাভিঃ**—অনায়াসে; **দস্যূন্**—আক্রমণকারী দস্যু; **দুর্গ-পতিঃ**—দুর্গপতি; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

দুর্গপতি যেমন অনায়াসে আক্রমণকারী দস্যুদের পরাজিত করে, তেমনই পত্নীর আশ্রয় নিয়ে মানুষ ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করতে পারে, যা অন্যান্য আশ্রমীদের পক্ষে দুর্জয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—মানবসমাজে এই চারটি আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমই হচ্ছে নিরাপদ। ইন্দ্রিয়গুলিকে দেহরূপ দুর্গের আক্রমণকারী দস্যু বলে মনে করা হয়েছে। পত্নী হচ্ছেন সেই দুর্গের সেনাপতি, এবং তাই যখন ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা দেহ আক্রান্ত হয়, পত্নী সেই আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করেন। যৌন কামনা সকলের পক্ষেই অনিবার্য, কিন্তু যাঁর স্থায়ী পত্নী রয়েছে, তিনি ইন্দ্রিয়রূপী শত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকেন। যে মানুষের সুশীলা পত্নী রয়েছে, সে কুমারী মেয়েদের সতীত্ব নষ্ট করে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না। যথাযথভাবে শিক্ষিত ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী অথবা সন্ন্যাসী না হলে, স্থায়ী পত্নী ব্যতীত মানুষ লম্পটে পরিণত হয়ে সমাজের আবর্জনাসদৃশ হয়ে ওঠে। সুদক্ষ গুরুর দ্বারা কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা লাভ না করলে, এবং শিক্ষার্থী অনুগত না হলে, তথাকথিত ব্রহ্মচারী কামের আক্রমণের শিকার হবে। অধঃপতনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, এমনকি বিশ্বামিত্রের মতো মহান যোগীও অধঃপতিত হয়েছিল। কিন্তু গৃহস্থ তাঁর সতী পত্নীর কারণে সুরক্ষিত থাকেন। যৌনজীবন হচ্ছে জড় বন্ধনের কারণ, এবং তাই তিনটি আশ্রমে তা নিষিদ্ধ, এবং কেবল গার্হস্থ্য আশ্রমেই তা অনুমোদন করা হয়েছে। গৃহস্থদের উপর প্রথম শ্রেণীর ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী উৎপাদন করার দায়িত্ব রয়েছে।

শ্লোক ২১

ন বয়ং প্রভবস্তাং ত্বামনুকর্তুং গৃহেশ্বরি ।
অপ্যায়ুষা বা কার্ৎস্ন্যেন যে চান্যে গুণগৃধ্নবঃ ॥ ২১ ॥

ন—কখনই না; **বয়ম্**—আমরা; **প্রভবঃ**—সক্ষম; **তাম্**—তা; **ত্বাম্**—তোমাকে; **অনুকর্তুম্**—তা করা; **গৃহ-ঈশ্বরি**—হে গৃহেশ্বরি; **অপি**—সত্ত্বেও; **আয়ুষা**—আয়ুর দ্বারা; **বা**—অথবা (পরবর্তী জীবনে); **কার্ৎস্ন্যেন**—সমগ্র; **যে**—যে; **চ**—ও; **অন্যে**—অন্যরা; **গুণ-গৃধ্নবঃ**—যারা গুণ গ্রহণে সমর্থ।

অনুবাদ

হে গৃহেশ্বরি! আমরা তোমার মতো হতে পারব না, এবং সারা জীবন এমনকি জন্মান্তরেও প্রত্যুপকার করে তোমার ঋণ শোধ করতে পারব না। এমনকি যারা ব্যক্তিগত গুণাবলীর প্রশংসাকারী, তাদের পক্ষেও তোমার ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

কোন পতি যখন এইভাবে কোন স্ত্রীর গুণগান করেন, তখন বুঝতে হবে যে তিনি স্ত্রৈণ অথবা পরিহাসছলে এই রকম হালকাভাবে কথা বলছেন। কশ্যপ বোঝাতে চেয়েছেন যে, পত্নীসহ গৃহে বাস করেন যে গৃহস্থ, তিনি ইন্দ্রিয় উপভোগের স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁর নরকে অধঃপতিত হওয়ারও ভয় থাকে না। কিন্তু সন্ন্যাসী যদি কামবাসনার প্রভাবে পরস্ত্রী কামনা করে, তাহলে সে নরকগামী হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে তথাকথিত সন্ন্যাসী, যে তার গৃহ ও পত্নী ত্যাগ করেছে, সে যদি পুনরায় জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে যৌন সুখ উপভোগের বাসনা করে, তাহলে সে নরকগামী হয়। সেই দিক দিয়ে গৃহস্থেরা নিরাপদ। তাই পতিরা এই জন্মে অথবা পরজন্মে তাঁদের পত্নীদের ঋণ শোধ করতে পারেন না। এমনকি তাঁরা যদি সারা জীবন ধরে সেই ঋণ শোধের কার্যে যুক্ত হয়, তা হলেও তা সম্ভব নয়। সমস্ত পতিরাই তাঁদের পত্নীদের সদ্‌গুণাবলীর মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম নন, কিন্তু কেউ যদি তা করতে সক্ষম হয়ও তা হলেও তার পত্নীর ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। পতির দ্বারা পত্নীর এই প্রকার অসাধারণ প্রশংসা নিশ্চয়ই পরিহাসছলে করা হয়েছে।

শ্লোক ২২

অথাপি কামমেতং তে প্রজাত্যৈ করবাণ্যলম্ ।
যথা মাং নাতিরোচন্তি মুহূর্তং প্রতিপালয় ॥ ২২ ॥

অথ অপি—যদিও (তা সম্ভব নয়); **কামম্**—এই কামবাসনা; **এতম্**—যথাযথভাবে; **তে**—তোমার; **প্রজাত্যৈ**—সন্তানের জন্য; **করবাণি**—আমাকে করতে দাও; **অলম্**—অচিরে; **যথা**—যেমন; **মাম্**—আমাকে; **ন**—হতে পারে না; **অতিরোচন্তি**—নিন্দা করে; **মুহূর্তম্**—ক্ষণিক; **প্রতিপালয়**—অপেক্ষা কর।

অনুবাদ

যদিও তোমার ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়, তবুও অচিরেই সন্তান লাভের জন্য তোমার কামবাসনা আমি তৃপ্ত করব। কিন্তু তোমাকে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হবে যাতে অন্যেরা আমার নিন্দা না করে।

তাৎপর্য

ক্লৈব পতি পত্নীর কাছ থেকে যে সমস্ত সুবিধা ভোগ করেছেন, সেইগুলির প্রতিদান দিতে সে সক্ষম নাও হতেও পারেন, কিন্তু কামবাসনা পূর্ণ করে সন্তান উৎপাদন করা পতির পক্ষে মোটেই কঠিন নয়, যদি না সে পূর্ণরূপে পুরুষত্বহীন হয়। সাধারণ অবস্থায় পতির পক্ষে এইটি অত্যন্ত সহজ কার্য। অত্যন্ত উৎসুক হওয়া সত্ত্বেও কিছুক্ষণের জন্য কশ্যপ তাঁর পত্নীকে প্রতীক্ষা করতে অনুরোধ করেছিলেন, যাতে অন্যেরা তাঁর নিন্দা না করতে পারে। তিনি নিম্নলিখিতভাবে তাঁর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ২৩

এষা ঘোরতমা বেলা ঘোরাণাং ঘোরদর্শনা ।
চরন্তি যস্যাং ভূতানি ভূতেশানুচরাণি হ ॥ ২৩ ॥

এষা—এই সময়; **ঘোর-তমা**—অত্যন্ত ভয়ানক; **বেলা**—সময়; **ঘোরাণাম্**—ভয়ানক; **ঘোর-দর্শনা**—ভয়ঙ্কর দর্শন; **চরন্তি**—বিচরণ করে; **যস্যাম্**—যাতে; **ভূতানি**—ভূতপ্রেত; **ভূত-ঈশ**—ভূতপ্রেতদের পতি; **অনুচরাণি**—অনুচরগণ; **হ**—বস্তুত।

অনুবাদ

এই বিশেষ সময়টি সবচাইতে অশুভ, কেননা এই সময় ভয়ঙ্কর দর্শন ভূতপ্রেত ও ভূতপতি রুদ্রের অনুচরেরা বিচরণ করছে।

তাৎপর্য

কশ্যপ ইতিমধ্যেই তাঁর পত্নী দিতিকে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, এবং এখন তিনি তাঁকে সাবধান করছেন যে, সেই বিশেষ অশুভ সময়ের কথা বিবেচনা করতে না পারলে, তার পরিণামস্বরূপ ভূতপতি রুদ্রসহ বিচরণকারী ভূত ও প্রেতাত্মাদের কাছ থেকে দণ্ডভোগ করতে হবে।

শ্লোক ২৪

এতস্যাং সাধ্বি সন্ধ্যায়াং ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
পরীতো ভূতপর্ষদ্ভির্বৃষেণাটতি ভূতরাট্ ॥ ২৪ ॥

এতস্যাম্—এই সময়; **সাধ্বি**—হে সাধ্বি; **সন্ধ্যায়াম্**—দিন ও রাত্রির সন্ধিতে (সন্ধ্যায়); **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভূত-ভাবনঃ**—ভূতেদের শুভাকাঙ্ক্ষী; **পরীতঃ**—পরিবেষ্টিত; **ভূত-পর্ষদ্ভিঃ**—ভূত আদি অনুচরদের সঙ্গে; **বৃষেণ**—বৃষবাহনের পিঠে; **অটতি**—ভ্রমণ করেন; **ভূত-রাট্**—ভূতপতি।

অনুবাদ

হে সাধ্বি। ভূতপতি শিব এই সন্ধ্যাকালে ভূতগণ পরিবেষ্টিত হয়ে, তাঁর বাহন বৃষভের পিঠে চড়ে ভ্রমণ করেন।

তাৎপর্য

শিব বা রুদ্র হচ্ছেন ভূতেদের পতি। ভূতেরা ধীরে ধীরে আত্ম উপলব্ধির পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য শিবের পূজা করে। মায়াবাদী দার্শনিকেরা প্রায় সকলেই শিবের উপাসক, এবং শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য হচ্ছেন শিবের অবতার, যিনি মায়াবাদীদের নাস্তিকতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য অবতরণ করেছিলেন। আত্মহত্যা আদি গর্হিত পাপ আচরণের ফলে ভূতেরা স্থূল জড় শরীর থেকে বঞ্চিত হয়। মানব সমাজে যারা ভূতেদের মতো চরিত্র-বিশিষ্ট, তাদের অন্তিম উপায় হচ্ছে ভৌতিক অথবা আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা করা। ভৌতিক আত্মহত্যার ফলে জড় দেহের হানি হয়, আর আধ্যাত্মিক আত্মহত্যার ফলে সবিশেষ সত্তার লোপ হয়। মায়াবাদী দার্শনিকদের বাসনা হচ্ছে তাদের ব্যক্তিগত সত্তা হারিয়ে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া। ভূতেদের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে শিব দেখেন যে, যদিও তারা অভিশপ্ত, তবুও যেন তারা ভৌতিক শরীর লাভ করে। স্থান ও কালের বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে যারা কাম আচরণে প্রবৃত্ত হয়, সেই সমস্ত স্ত্রীদের গর্ভে তিনি তাদের স্থাপন করেন। কশ্যপ সেই তত্ত্ব দিতিকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, যাতে তিনি আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন।

শ্লোক ২৫

শ্মশানচক্রানিলধূলিধূম্র-
বিকীর্ণবিদ্যোতজটাকলাপঃ ।
ভস্মাবগুণ্ঠামলরুক্মদেহো
দেবস্ত্রিভিঃ পশ্যতি দেবরস্তে ॥ ২৫ ॥

শ্মশান—শ্মশান; চক্র-অনিল—ঘূর্ণিবাত; ধূলি—ধূলি; ধূম্র—ধোঁয়া; বিকীর্ণ-বিদ্যোত—এইভাবে তাঁর সৌন্দর্য আচ্ছাদিত; জটা-কলাপঃ—জটাজুট; ভস্ম—ছাই; অবগুণ্ঠ—আচ্ছাদিত; অমল—নির্মল; রুক্ম—স্বর্ণাভ; দেহঃ—শরীর; দেবঃ—দেবতা; ত্রিভিঃ—ত্রিবিধ নয়নের দ্বারা; পশ্যতি—দর্শন করেন; দেবরঃ—পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা; তে—তোমার।

অনুবাদ

ভগবান শিবের নির্মল স্বর্ণাভ দেহ ভস্মের দ্বারা আচ্ছাদিত। তাঁর জটাজুট শ্মশানের ঘূর্ণিবায়ুর ধূলির প্রভাবে ধূম্র বর্ণ। তিনি তোমার দেবর, এবং তিনি তাঁর ত্রিনয়নের দ্বারা সব কিছু দর্শন করছেন।

তাৎপর্য

ভগবান শিব কোন সাধারণ জীব নন, আবার তিনি বিষ্ণুতত্ত্বও নন। তিনি ব্রহ্মার ওর পর্যন্ত সমস্ত জীব থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী, তবুও তিনি বিষ্ণুর সমকক্ষ নন। যেহেতু তিনি প্রায় বিষ্ণুর মতো, তাই তিনি ত্রিকালজ্ঞ। তাঁর একটি চক্ষু সূর্যের মতো, অন্য আর একটি চক্ষু চন্দ্রের মতো, এবং ভ্রূযুগলের মধ্যে অবস্থিত তাঁর তৃতীয় চক্ষুটি হচ্ছে অগ্নির মতো। তিনি তাঁর মধ্য নয়ন থেকে অগ্নি উৎপন্ন করতে পারেন, এবং তিনি যে কোন শক্তিশালী জীবকে বিনাশ করতে পারেন, এমনকি ব্রহ্মাকে পর্যন্ত, তবুও তিনি আড়ম্বর সহকারে সুন্দর গৃহে বসবাস করেন না, এমনকি তাঁর কোন জড়জাগতিক সম্পদ নেই, যদিও তিনি সমগ্র জড় জগতের পতি। অধিকাংশ সময়েই তিনি শ্মশানে যেখানে মৃতদেহ দাহ করা হয় সেখানে থাকেন, এবং শ্মশানের ঘূর্ণিবাতের প্রভাবে উত্থিত ধূলি হচ্ছে তাঁর অঙ্গের ভূষণ। জড় জগতের কোন রকম কলুষ তাঁকে কলুষিত করতে পারে না। কশ্যপ তাঁকে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলে সম্বোধন করেছেন, কেননা কশ্যপের পত্নী দিতির কনিষ্ঠ ভগ্নীর সঙ্গে শিবের বিবাহ হয়। তাই ভগ্নীর পতিকে ভাই

বলে বিবেচনা করা হয়। সামাজিক সম্পর্কে, সেই সূত্রে শিব হচ্ছেন কশ্যপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কশ্যপ তাঁর পত্নীকে সচেতন করেছিলেন যে, ভগবান শিব তাঁদের কামাচরণ দর্শন করতে পারবেন বলে সেই সময়টি উপযুক্ত ছিল না। দিতি যুক্তি প্রদর্শন করতে পারতেন যে, তাঁরা নির্জন স্থানে কাম আচরণের সুখ উপভোগ করবেন, কিন্তু কশ্যপ তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, ভগবান শিবের সূর্য, চন্দ্র, ও অগ্নি এই তিনটি নয়ন রয়েছে, এবং বিষ্ণুর মতোই তাঁর সতর্ক দৃষ্টিপাত থেকে কোন কিছু গোপন করা যায় না। পুলিশ দেখতে পেলেও অপরাধীকে সঙ্গে সঙ্গে দণ্ড দেওয়া হয় না; পুলিশ উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করে তাকে গ্রেফতার করার জন্য। কামাচরণের জন্য নিষিদ্ধ সময় ভগবান শিব লক্ষ্য করবেন, এবং দিতিকে সেই অপরাধের উপযুক্ত দণ্ডস্বরূপ পিশাচবৎ চরিত্রসম্পন্ন অথবা নাস্তিক নির্বিশেষবাদী পুত্রকে জন্মদান করতে হবে। কশ্যপ সেই ভবিষ্যৎ দর্শন করেছিলেন, এবং তাই তাঁর পত্নী দিতিকে সেই সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬

ন যস্য লোকে স্বজনঃ পরো বা
নাত্যাদৃতো নোত কশ্চিদ্বিগর্হ্যঃ ।
বয়ং ব্রতৈর্যচ্চরণাপবিদ্ধা-
মাশাস্মহেঽজাং বত ভুক্তভোগাম্ ॥ ২৬ ॥

ন—কখনই না; যস্য—যাঁর; লোকে—এই জগতে; স্ব-জনঃ—আত্মীয়-স্বজন; পরঃ—পর; বা—অথবা; ন—নয়; অতি—মহত্তর; আদৃতঃ—অনুকূল; ন—না; উত—অথবা; কশ্চিৎ—কেউ; বিগর্হ্যঃ—অপরাধী; বয়ম্—আমরা; ব্রতৈঃ—শপথের দ্বারা; যৎ—যার; চরণ—চরণ; অপবিদ্ধাম্—পরিত্যক্ত; আশাস্মহে—শ্রদ্ধা সহকারে আরাধনা; অজাম্—মহাপ্রসাদ; বত—নিশ্চয়ই; ভুক্ত-ভোগাম্—ভুক্তাবশিষ্ট।

অনুবাদ

ভগবান শিব কাউকে তাঁর আত্মীয় বলে মনে করেন না, অথচ এমন কেউ নেই যিনি তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত নন; তিনি কাউকেই আদরণীয় বা নিন্দনীয় বলে মনে করেন না। আমরা তাঁর উচ্ছিষ্ট অন্ন শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করি, এবং আমাদের ব্রত হচ্ছে তাঁর পরিত্যক্ত বস্তু গ্রহণ করা।

তাৎপর্য

কশ্যপ তাঁর পত্নীকে বলেছিলেন যে, ভগবান শিবকে তাঁর দেবর বলে মনে করে তিনি যেন তাঁর প্রতি অপরাধজনক কার্য করতে উৎসাহিত না হন। কশ্যপ তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, ভগবান শিব কারও সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত নন, আবার কেউই তাঁর শত্রু নন। যেহেতু তিনি জাগতিক কার্যকলাপে তিনজন নিয়ন্তার মধ্যে একজন, তাই তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী। তাঁর মহিমা অতুলনীয়, কেননা তিনি পরমেশ্বর ভগবানের একজন মহান ভক্ত। কথিত হয় যে, ভগবানের সমস্ত ভক্তদের মধ্যে শিব হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই তাঁর উচ্ছিষ্ট অন্ন ভগবদ্ভক্তেরা মহাপ্রসাদরূপে গ্রহণ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিবেদিত অন্নকে বলা হয় প্রসাদ, কিন্তু সেই প্রসাদ যখন শিবের মতো মহান ভগবদ্ভক্ত গ্রহণ করেন, তখন তাকে বলা হয় মহাপ্রসাদ। ভগবান শিব এতই মহান যে, সকলেই জাগতিক ঐশ্বর্য লাভের জন্য এত উৎসুক অথচ তিনি তার প্রতি কোনও রকম গ্রাহ্য করেন না। শক্তিশালিনী মূর্তিমতী মহামায়া পার্বতী তাঁর পত্নীরূপে সম্পূর্ণভাবে তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বাসস্থানের গৃহনির্মাণ করার জন্যও তাঁর সাহায্য গ্রহণ করেন না। তিনি আশ্রয়হীন অবস্থায় থাকাই পছন্দ করেন, এবং তাঁর মহান পত্নীও বিনম্রতাপূর্বক তাঁর সঙ্গে সেইভাবে থাকতে সম্মত হয়েছেন। সাধারণ মানুষেরা শিবের পত্নী দুর্গাদেবীকে পূজা করেন জড়জাগতিক সমৃদ্ধি লাভের জন্য, কিন্তু শিব জড় বাসনাবিহীনভাবে তাঁকে তাঁর সেবায় নিযুক্ত করেছেন। তিনি তাঁর মহীয়সী পত্নীকে উপদেশ দিয়েছেন যে, সমস্ত আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই হচ্ছে পরম, এবং তার থেকেও পরতর হচ্ছে বিষ্ণুভক্ত বা বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোন কিছুর আরাধনা।

শ্লোক ২৭

যস্যানবদ্যাচরিতং মনীষিণো
গৃণন্ত্যবিদ্যাপটলং বিভিৎসবঃ ।
নিরস্তসাম্যাতিশয়োঽপি যৎস্বয়ং
পিশাচচর্যামচরদ্‌গতিঃ সতাম্ ॥ ২৭ ॥

যস্য—যার; **অনবদ্য**—অনিন্দ্য; **আচরিতম্**—চরিত্র; **মনীষিণঃ**—মহর্ষিগণ; **গৃণন্তি**—অনুসরণ করেন; **অবিদ্যা**—অজ্ঞানতা; **পটলম্**—সমূহ; **বিভিৎসবঃ**—বিনাশ করতে ইচ্ছুক; **নিরস্ত**—রহিত; **সাম্য**—সমতা; **অতিশয়ঃ**—মহত্ত্ব; **অপি**—সত্ত্বেও; **যৎ**—

যেমন; স্বয়ম্—ব্যক্তিগতভাবে; পিশাচ—পিশাচ; চর্যাম্—কার্যকলাপ; অচরৎ—অনুষ্ঠান করেছেন; গতিঃ—লক্ষ্য; সতাম্—ভগবদ্ভক্তদের।

অনুবাদ

যদিও এই জড় জগতে কেউই ভগবান শিবের সমান অথবা তাঁর থেকে মহত্তর নন, এবং যদিও মহাত্মাগণ তাঁদের অবিদ্যারাশি দূর করার জন্য তাঁর অনবদ্য চরিত্র অনুসরণ করেন, তবুও তিনি সমস্ত ভগবদ্ভক্তদের মুক্তি দেওয়ার জন্য স্বয়ং পিশাচের মতো আচরণ করেন।

তাৎপর্য

ভগবান শিবের অসভ্য ও পিশাচবৎ আচরণ কখনই নিন্দনীয় নয়, কেননা তিনি ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তদের জড় ভোগের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার আচরণ করতে শিক্ষা দেন। তাঁকে বলা হয় মহাদেব বা সমস্ত দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং জড় জগতে কেউই তাঁর সমান নন অথবা তাঁর থেকে মহত্তর নন। তিনি প্রায় বিষ্ণুর সমকক্ষ। যদিও তিনি সর্বদা দুর্গাদেবী বা মায়ার সঙ্গ করেন, তবুও তিনি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের প্রতিক্রিয়াত্মক অবস্থার অতীত, এবং যদিও তিনি তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত পৈশাচিক চরিত্রের অধ্যক্ষ, তবুও তিনি কখনও এই প্রকার সাহচর্যের দ্বারা প্রভাবিত হন না।

শ্লোক ২৮

হসন্তি যস্যাচরিতং হি দুর্ভগাঃ
স্বাত্মন্-রতস্যাবিদুষঃ সমীহিতম্ ।
যৈর্বস্ত্রমাল্যাভরণানুলেপনৈঃ
শ্বভোজনং স্বাত্মতয়োপলালিতম্ ॥ ২৮ ॥

হসন্তি—উপহাস করে; যস্য—যাঁর; আচরিতম্—কার্যকলাপ; হি—নিশ্চয়ই; দুর্ভগাঃ—দুর্ভাগা; স্ব-আত্মন্—নিজের আত্মায়; রতস্য—প্রবৃত্ত; অবিদুষঃ—না জেনে; সমীহিতম্—তার উদ্দেশ্যে; যৈঃ—যার দ্বারা; বস্ত্র—পরিধান; মাল্য—মালা; আভরণ—অলঙ্কার; অনু—এই প্রকার বিলাসিতাপূর্ণ; লেপনৈঃ—অনুলেপনের দ্বারা; শ্ব-ভোজনম্—কুকুরের ভক্ষ্য; স্ব-আত্মতয়া—যেন সেইটি তার আত্মা; উপলালিতম্—লালন-পালন করে।

অনুবাদ

কুকুরের ভক্ষ্য এই শরীরকে যারা আত্মবুদ্ধি করে, এবং বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য ও অনুলেপনের দ্বারা তার লালন-পালন করে, সেই সমস্ত মূর্খেরা তিনি (শিব) যে আত্মারাম তা না জেনে তাঁর কার্যকলাপের উপহাস করে।

তাৎপর্য

ভগবান শিব কখনও কোন ঐশ্বর্যপূর্ণ পরিধান, মালা, অলঙ্কার বা অনুলেপন গ্রহণ করেন না। কিন্তু যারা চরমে কুকুরের ভক্ষ্য এই শরীরকে অলঙ্কৃত করার প্রতি আসক্ত, তারা সেই শরীরটিকে আত্মা বলে মনে করে মহা আড়ম্বর সহকারে তার লালন-পালন করে। এই প্রকার মানুষেরা ভগবান শিবকে বুঝতে না পেরে, আড়ম্বরপূর্ণ জাগতিক বিলাসিতার জন্য তাঁর শরণাগত হয়। ভগবান শিবের দুই প্রকার ভক্ত রয়েছে। এক শ্রেণীর ভক্ত হচ্ছে ঘোর জড়বাদী, যারা কেবল তাঁর কাছ থেকে দৈহিক সুখ-সুবিধা প্রার্থনা করে, এবং অন্য শ্রেণীর ভক্ত তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা করে। তারা অধিকাংশই নির্বিশেষবাদী এবং তারা *শিবোঽহম্* , 'আমি শিব', অথবা 'মুক্তির পর আমি শিব হয়ে যাব' এই মন্ত্র কীর্তন করতে পছন্দ করে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কর্মী ও জ্ঞানীরা সাধারণত ভগবান শিবের ভক্ত, কিন্তু তারা জীবনের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বুঝতে পারে না। কখনও কখনও শিবের তথাকথিত ভক্তেরা তাঁকে অনুকরণ করে বিষাক্ত মাদকদ্রব্য সেবন করে। ভগবান শিব এক সময় বিষের সমুদ্র পান করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর কণ্ঠ নীল হয়ে যায়। নকল শিবেরা তাঁর অনুকরণ করার চেষ্টা করে বিষ গ্রহণ করে, এবং তার ফলে তাদের সর্বনাশ হয়। ভগবান শিবের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আত্মার আত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। তিনি চান যে, সব রকম বিলাসের সামগ্রী, যেমন সুন্দর বস্ত্র, মাল্য, আভরণ ও অঙ্গরাগ যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই নিবেদন করা হয়, কেননা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন প্রকৃত ভোক্তা। তিনি নিজে এই সমস্ত বিলাসের সামগ্রী গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, কেননা সেইগুলি কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই জন্য। কিন্তু মূর্খ মানুষেরা ভগবান শিবের উদ্দেশ্য না জেনে, হয় তাঁকে উপহাস করে, অথবা তাঁকে অনুকরণ করার ব্যর্থ প্রয়াস করে।

শ্লোক ২৯

ব্রহ্মাদয়ো যৎকৃতসেতুপালা
যৎকারণং বিশ্বমিদং চ মায়া ।
আজ্ঞাকরী যস্য পিশাচচর্যা
অহো বিভূম্নশ্চরিতং বিড়ম্বনম্ ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্ম-আদয়ঃ—ব্রহ্মার মতো দেবতা; **যৎ**—যাঁর; **কৃত**—কার্যকলাপ; **সেতু**—ধর্ম আচরণ; **পালাঃ**—যারা পালন করে; **যৎ**—যিনি; **কারণম্**—কারণ; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **ইদম্**—এই; **চ**—ও; **মায়া**—জড়া প্রকৃতি; **আজ্ঞা-করী**—আজ্ঞাপালক; **যস্য**—যাঁর; **পিশাচ**—পিশাচবৎ; **চর্যা**—কার্যকলাপ; **অহো**—হে ভগবান; **বিভূম্নঃ**—পরমেশ্বরের; **চরিতম্**—চরিত্র; **বিড়ম্বনম্**—কেবল অনুকরণ মাত্র।

অনুবাদ

ব্রহ্মার মতো দেবতারাও তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্ম-আচরণ অনুসরণ করেন। তিনি জড়জাগতিক সৃষ্টির কারণস্বরূপ মায়ার নিয়ন্তা। তিনি মহান, এবং তাই তাঁর পিশাচবৎ আচরণ কেবল অভিনয় মাত্র।

তাৎপর্য

ভগবান শিব হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির নিয়ন্তা দুর্গার পতি। দুর্গা হচ্ছেন মূর্তিমতী জড়া প্রকৃতি, এবং ভগবান শিব তাঁর পতি হওয়ার ফলে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্তা। তিনি তমোগুণেরও অবতার, এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিত্বকারী তিন গুণাবতারের অন্যতম। ভগবানের অবতাররূপে শিব পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। তিনি অত্যন্ত মহান, এবং তাঁর সমস্ত জড় সুখভোগের প্রতি বৈরাগ্য হচ্ছে জড় জগতের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে বিষপান করার মতো অসাধারণ কার্যের অনুকরণ না করে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হওয়া।

শ্লোক ৩০

মৈত্রেয় উবাচ
সৈবং সংবিদিতে ভর্ত্রা মন্মথোন্মথিতেন্দ্রিয়া ।
জগ্রাহ বাসো ব্রহ্মর্ষের্বৃষলীব গতত্রপা ॥ ৩০ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; সা—তিনি; এবম্—এইভাবে; সংবিদিতে—জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও; ভর্ত্রা—তাঁর স্বামীর দ্বারা; মন্মথ—কামদেবের দ্বারা; উন্মথিত—পীড়িত; ইন্দ্রিয়া—ইন্দ্রিয়সমূহ; জগ্রাহ—আকর্ষণ করেছিলেন; বাসঃ—বসন; ব্রহ্ম-ঋষেঃ—মহান ব্রাহ্মণ-ঋষির; বৃষলী—বেশ্যা; ইব—মতো; গত-ত্রপা—লজ্জাহীনা।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—দিতি তাঁর পতির দ্বারা এইভাবে বিজ্ঞাপিত হওয়া সত্ত্বেও কামোন্মত্তা বেশ্যার মতো লজ্জাহীনা হয়ে, ব্রহ্মর্ষি কশ্যপের বসন ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিবাহিতা পত্নী ও বারবনিতার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, বিবাহিতা পত্নী শাস্ত্রের বিধি-বিধান অনুসারে তাদের যৌনজীবনে নিয়ন্ত্রিত থাকেন, কিন্তু বারবনিতারা কেবল প্রবল যৌন আবেগের তাড়নায় অনিয়ন্ত্রিত যৌনজীবন যাপন করে। কশ্যপ যদিও ছিলেন একজন তত্ত্বদ্রষ্টা মহর্ষি, তবুও তিনি তাঁর বেশ্যা-প্রবৃত্তিপরায়ণা পত্নীর কাম-বাসনার শিকার হয়েছিলেন। জড়া প্রকৃতির বল এমনই প্রচণ্ড।

শ্লোক ৩১

স বিদিত্বাথ ভার্যায়াস্তং নির্বন্ধং বিকর্মণি ।
নত্বা দিষ্টায় রহসি তয়াথোপবিবেশ হি ॥ ৩১ ॥

সঃ—তিনি; বিদিত্বা—জানতে পেরে; অথ—তারপর; ভার্যায়াঃ—তাঁর পত্নীর; তম্—সেই; নির্বন্ধম্—দৃঢ়মতি; বিকর্মণি—নিষিদ্ধ কর্মে; নত্বা—প্রণাম করে; দিষ্টায়—পূজনীয় নিয়তির প্রতি; রহসি—নির্জন স্থানে; তয়া—তার সঙ্গে; অথ—এইভাবে; উপবিবেশ—শয়ন করেছিলেন; হি—নিশ্চয়ই।

অনুবাদ

তাঁর পত্নীর উদ্দেশ্য অবগত হয়ে, তিনি নিষিদ্ধ কর্ম করতে বাধ্য হয়েছিলেন, এবং পূজনীয় নিয়তির প্রতি প্রণতি নিবেদন করে, তিনি নির্জন স্থানে তার সঙ্গে শয়ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

পত্নীর সঙ্গে কশ্যপের আলোচনা থেকে মনে হয় যে, তিনি ছিলেন শিবের উপাসক, এবং যদিও তিনি জানতেন যে, এই প্রকার নিষিদ্ধ আচরণ করার ফলে, ভগবান শিব তাঁর প্রতি প্রসন্ন হবেন না, তবুও তিনি তাঁর পত্নীর বাসনার প্রভাবে সেই কার্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি নিয়তির উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, এইভাবে অসময়ে মৈথুনকার্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করবে, সেইটি অবশ্যই সুসন্তান হবে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি, কেননা তিনি তাঁর পত্নীর প্রতি অত্যধিক কৃতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু যখন এক বেশ্যা গভীর রাত্রে ঠাকুর হরিদাসকে প্রলুব্ধ করবার জন্য এসেছিল, হরিদাস ঠাকুর তাঁর কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে সেই প্রলোভন জয় করেছিলেন। কৃষ্ণভক্ত ও অন্যদের মধ্যে এইটি হচ্ছে পার্থক্য। কশ্যপ মুনি ছিলেন মহাবিদ্বান ও তত্ত্বজ্ঞ, এবং সংযত জীবনের সমস্ত বিধি-বিধান তিনি জানতেন, তবুও কামবাসনার আক্রমণ থেকে তিনি নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম হয়েছিলেন। ঠাকুর হরিদাস ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেননি, এবং তিনি নিজেও ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তবুও তিনি তাঁর কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে এই প্রকার আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। হরিদাস ঠাকুর প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম জপ করতেন।

শ্লোক ৩২

অথোপস্পৃশ্য সলিলং প্রাণানায়ম্য বাগ্যতঃ ।
ধ্যায়ঞ্জজাপ বিরজং ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥ ৩২ ॥

অথ—তারপর; **উপস্পৃশ্য**—জল স্পর্শ করে বা স্নান করে; **সলিলম্**—জল; **প্রাণান্ আয়ম্য**—প্রাণায়াম করে; **বাক্-যতঃ**—বাক্ সংযত করে; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **জজাপ**—জপ করেছিলেন; **বিরজম্**—বিশুদ্ধ; **ব্রহ্ম**—গায়ত্রী মন্ত্র; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতি; **সনাতনম্**—শাশ্বত।

অনুবাদ

তারপর সেই ব্রাহ্মণ জলে স্নান করে, প্রাণায়ামপূর্বক বাক্ সংযম করেছিলেন, এবং সনাতন ব্রহ্মজ্যোতির ধ্যান করে পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মলত্যাগ করার পর যেমন স্নান করতে হয়, তেমনই বিশেষ করে নিষিদ্ধ সময়ে কাম আচরণের পর জলে স্নান করতে হয়। কশ্যপ মুনি গায়ত্রী মন্ত্র জপ করার মাধ্যমে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির ধ্যান করেছিলেন। যখন নিঃশব্দে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, যাতে কেবল উচ্চারণকারীই তা শ্রবণ করতে পারে, তাকে বলা হয় জপ। কিন্তু মন্ত্র যখন উচ্চস্বরে উচ্চারণ করা হয়, তাকে বলা হয় কীর্তন। বৈদিক মন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে নিঃশব্দে, উচ্চস্বরে, অথবা উভয়ভাবেই উচ্চারণ করা যায়; তাই তাকে বলা হয় মহামন্ত্র ।

কশ্যপ মুনি একজন নির্বিশেষবাদী ছিলেন বলে মনে হয়। ঠাকুর হরিদাসের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের তুলনা করলে, যা পূর্বে করা হয়েছে, তাতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, সবিশেষবাদীদের ইন্দ্রিয় সংযমের ক্ষমতা নির্বিশেষবাদীদের থেকে অনেক বেশি। তার ব্যাখ্যা করে ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে* ; অর্থাৎ, উচ্চতর অবস্থার স্বাদ লাভ করার ফলে, নিম্নতর স্তরের উপভোগের নিবৃত্তি আপনা থেকেই হয়ে যায়। স্নান ও গায়ত্রী মন্ত্র জপের ফলে মানুষ পবিত্র হয়, কিন্তু মহামন্ত্র এতই শক্তিশালী যে, তা উচ্চস্বরে অথবা নিঃশব্দে, যে কোন অবস্থায় উচ্চারণ করা যায়, এবং তা মানুষকে জড় জগতের সমস্ত পাপ থেকে রক্ষা করে।

শ্লোক ৩৩

দিতিস্তু ব্রীড়িতা তেন কর্মাবদ্যেন ভারত ।
উপসঙ্গম্য বিপ্রর্ষিমধোমুখ্যভ্যভাষত ॥ ৩৩ ॥

দিতিঃ—কশ্যপের পত্নী দিতি; **তু**—কিন্তু; **ব্রীড়িতা**—লজ্জিতা; **তেন**—তার দ্বারা; **কর্ম**—কর্ম; **অবদ্যেন**—দোষযুক্ত; **ভারত**—হে ভরতবংশজ; **উপসঙ্গম্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **বিপ্র-ঋষিম্**—ব্রহ্মর্ষিকে; **অধঃ-মুখী**—অবনত মস্তকে; **অভ্যভাষত**—বিনীতভাবে বলেছিলেন।

অনুবাদ

হে ভারত! তার পর দিতি তাঁর দোষযুক্ত আচরণের জন্য লজ্জাবশত অধোমুখী হয়ে তাঁর পতির সমীপবর্তী হয়েছিলেন, এবং তাঁকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

কোন ঘৃণ্য কর্ম আচরণের ফলে কেউ যখন লজ্জিত হয়, তখন আপনা থেকেই তার মাথা নিচু হয়ে যায়। তাঁর পতির সঙ্গে ঘৃণিত কাম আচরণের পর দিতির চৈতন্য হয়েছিল। এই প্রকার কাম আচরণ বেশ্যাবৃত্তির মতো নিন্দিত। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, নিজের পত্নীর সঙ্গেও মৈথুন-ক্রিয়া যদি শাস্ত্রবিধি অনুসারে আচরণ করা না হয়, তাহলে তাও বেশ্যাবৃত্তির সমান।

শ্লোক ৩৪

দিতিরুবাচ

ন মে গর্ভমিমং ব্রহ্মন্ ভূতানামৃষভোঽবধীৎ ।
রুদ্রঃ পতির্হি ভূতানাং যস্যাকরবমংহসম্ ॥ ৩৪ ॥

দিতিঃ উবাচ—সুন্দরী দিতি বললেন; **ন**—না; **মে**—আমার; **গর্ভম্**—গর্ভ; **ইমম্**—এই; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবেদের; **ঋষভঃ**—সমস্ত জীবেদের মধ্যে সবচাইতে মহান; **অবধীৎ**—বধ করা; **রুদ্রঃ**—শিব; **পতিঃ**—প্রভু; **হি**—নিশ্চয়ই; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবেদের; **যস্য**—যার; **অকরবম্**—আমি করেছি; **অংহসম্**—অপরাধ।

অনুবাদ

সুন্দরী দিতি বললেন—হে ব্রাহ্মণ! সমস্ত জীবেদের পতি রুদ্রের কাছে আমি মহা অপরাধ করেছি, সেই জন্য তিনি যেন আমার গর্ভ বিনষ্ট না করেন।

তাৎপর্য

দিতি তাঁর অপরাধের বিষয়ে সচেতন ছিলেন, এবং তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন যেন শিব তাঁর সেই অপরাধ ক্ষমা করেন। শিবের দুটি প্রচলিত নাম হচ্ছে রুদ্র ও আশুতোষ। তিনি সহজেই ক্রুদ্ধ হন, আবার অতি শীঘ্রই সন্তুষ্টও হন। দিতি জানতেন যে, তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর গর্ভ বিনষ্ট করতে পারেন, যা তিনি অন্যায়ভাবে ধারণ করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি আশুতোষ, তাই তিনি তাঁর পতির কাছে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন ভগবান শিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁকে সাহায্য করেন, কেননা তাঁর পতি ছিলেন শিবের এক মহান ভক্ত। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, দিতি অন্যায়ভাবে তাঁর পতিকে বাধ্য করানোর ফলে, শিব তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ

হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি তাঁর পতির প্রার্থনা অস্বীকার করবেন না। তাই তিনি তাঁর পতির মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আবেদন করেছিলেন। ভগবান শিবের কাছে তিনি এইভাবে প্রার্থনা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

নমো রুদ্রায় মহতে দেবায়োগ্রায় মীঢুষে ।
শিবায় ন্যস্তদণ্ডায় ধৃতদণ্ডায় মন্যবে ॥ ৩৫ ॥

নমঃ—সর্বতোভাবে প্রণতি; **রুদ্রায়**—ক্রুদ্ধ ভগবান শিবকে; **মহতে**—মহানকে; **দেবায়**—দেবতাকে; **উগ্রায়**—ভয়ঙ্করকে; **মীঢুষে**—যিনি সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন তাঁকে; **শিবায়**—সর্বমঙ্গলময়কে; **ন্যস্ত-দণ্ডায়**—ক্ষমাশীলকে; **ধৃত-দণ্ডায়**—অচিরেই যিনি দণ্ড দান করেন তাঁকে; **মন্যবে**—ক্রোধীকে।

অনুবাদ

সেই রুদ্ররূপ ভগবান শিবকে আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি যুগপৎ ভয়ঙ্কর মহান দেবতা এবং সমস্ত জড় বাসনার পূর্ণকারী। তিনি সর্বমঙ্গলময় এবং ক্ষমাশীল, কিন্তু দণ্ড দিতে তাঁর ক্রোধ তাঁকে তৎক্ষণাৎ উদ্যত করতে পারে।

তাৎপর্য

দিতি অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে ভগবান শিবের কৃপা প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন—"তিনি আমাকে কাঁদাতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি চান, তাহলে তিনি আমার কান্না বন্ধ করতে পারেন, কেননা তিনি হচ্ছেন আশুতোষ। তিনি এতই মহান যে, ইচ্ছা করলে তিনি এখনই আমার গর্ভ নষ্ট করতে পারেন, কিন্তু তাঁর কৃপার প্রভাবে আমার গর্ভ যাতে নষ্ট না হয়, আমার সেই বাসনাও তিনি পূর্ণ করতে পারেন। যেহেতু তিনি সর্বমঙ্গলময়, তাই তাঁর পক্ষে আমাকে দণ্ডদান থেকে অব্যাহতি দেওয়া মোটেই কঠিন নয়, যদিও তাঁর মহাক্রোধ উৎপাদন করার জন্য তিনি আমাকে এখন দণ্ড দিতে উদ্যত হয়েছেন। তাঁকে একজন মানুষের মতো প্রতীত হলেও, তিনি হচ্ছেন সমস্ত মানুষের ঈশ্বর।"

শ্লোক ৩৬

স নঃ প্রসীদতাং ভামো ভগবানুর্বনুগ্রহঃ ।
ব্যাধস্যাপ্যনুকম্প্যানাং স্ত্রীণাং দেবঃ সতীপতিঃ ॥ ৩৬ ॥

সঃ—তিনি; নঃ—আমাদের প্রতি; প্রসীদতাম্—প্রসন্ন হোন; ভামঃ—দেবর; ভগবান্—সমস্ত ঐশ্বর্যের বিগ্রহ; উরু—অত্যন্ত মহান; অনুগ্রহঃ—কৃপাময়; ব্যাধস্য—ব্যাধের; অপি—ও; অনুকম্প্যানাম্—কৃপাপাত্রের; স্ত্রীণাম্—স্ত্রীদের; দেবঃ—পূজনীয় দেবতা; সতী-পতিঃ—সতীর পতি।

অনুবাদ

তিনি আমার ভগিনী সতীর পতি হওয়ার ফলে আমার ভগ্নীপতি, তাই তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। তিনি সমস্ত রমণীদের পূজনীয় প্রভু। তিনি সমগ্র ঐশ্বর্যের বিগ্রহ এবং অসভ্য ব্যাধদেরও ক্ষমাই রমণীদের প্রতি তিনি কৃপা প্রদর্শন করতে পারেন।

তাৎপর্য

শিব হচ্ছেন দিতির এক ভগ্নী সতীর পতি। দিতি তাঁর ভগ্নী সতীর প্রসন্নতা আহ্বান করেছেন, যার ফলে তিনি তাঁর পতির কাছে তাঁকে ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করেন। তাছাড়া, শিব সমস্ত রমণীদের পূজনীয় প্রভু। যে সমস্ত নারীদের প্রতি অসভ্য ব্যাধেরাও করুণা প্রদর্শন করে, স্বভাবতই তিনি তাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়। যেহেতু শিব স্বয়ং নারীদের সাহচর্যে থাকেন, তাই তিনি তাদের ত্রুটিপূর্ণ স্বভাবের কথা ভালভাবেই জানেন, এবং তার ফলে ত্রুটিপূর্ণ স্বভাবজনিত দিতির অপরিহার্য অপরাধের ব্যাপারে তিনি ততটা গুরুত্ব নাও দিতে পারেন। প্রতিটি কুমারীরই ভগবান শিবের ভক্ত হওয়ার কথা। দিতি স্মরণ করেছিলেন তাঁর শৈশবে কিভাবে তিনি শিবের উপাসনা করেছিলেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

মৈত্রেয় উবাচ

স্বসর্গস্যাশিষং লোক্যামাশাসানাং প্রবেপতীম্ ।
নিবৃত্তসন্ধ্যানিয়মো ভার্যামাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৭ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; স্ব-সর্গস্য—তার সন্তানদের; আশিষম্—কল্যাণ; লোক্যাম্—জগতে; আশাসানাম্—বাসনা করে; প্রবেপতীম্—কম্পিত কলেবরে; নিবৃত্ত—নিবৃত্ত হয়ে; সন্ধ্যা-নিয়মঃ—সন্ধ্যার বিধি-বিধান; ভার্যাম্—পত্নীকে; আহ—বলেছিলেন; প্রজাপতিঃ—প্রজাপতি।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—পতি রুষ্ট হয়েছেন বলে ভয়ে কম্পিত কলেবরা তাঁর স্ত্রীকে মহর্ষি কশ্যপ এইভাবে সম্বোধন করলেন। দিতি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি তাঁর পতিকে প্রতিদিনকার সন্ধ্যা-নিয়ম সম্পাপনকার্যে নিবৃত্ত করে অপরাধ করেছিলেন, তবুও তিনি সংসারে তাঁর সন্তানদের কল্যাণ কামনা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

কশ্যপ উবাচ

অপ্রায়ত্যাদাত্মনস্তে দোষাচ্চৌহূর্তিকাদুত ।
মন্নিদেশাতিচারেণ দেবানাং চাতিহেলনাৎ ॥ ৩৮ ॥

কশ্যপঃ উবাচ—বিদ্বান ব্রাহ্মণ কশ্যপ বললেন; **অপ্রায়ত্যাৎ**—অশুচি হওয়ার ফলে; **আত্মনঃ**—মনের; **তে**—তোমার; **দোষাৎ**—দোষের ফলে; **মৌহূর্তিকাৎ**—মুহূর্তের; **উত**—ও; **মৎ**—আমার; **নিদেশ**—নির্দেশ; **অতিচারেণ**—অত্যন্ত উপেক্ষাশীল হওয়ায়; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **চ**—ও; **অতিহেলনাৎ**—অত্যন্ত অবজ্ঞা করার ফলে।

অনুবাদ

বিদ্বান কশ্যপ বললেন—যেহেতু তোমার চিত্ত দূষিত ছিল, সন্ধ্যাকালীন মুহূর্ত ছিল অপবিত্র, তাছাড়া তুমি আমার আদেশ লঙ্ঘন করেছ, এবং দেবতাদের অবজ্ঞা করেছ, তাই সব কিছুই অশুভ ছিল।

তাৎপর্য

সমাজে সুসন্তান উৎপাদন করার জন্য পতিকে ধর্ম আচরণে ও শাস্ত্র নির্দেশ অনুশীলনে নিষ্ঠাপরায়ণ হতে হয়, এবং পত্নীকে পতির প্রতি সত্যনিষ্ঠ হতে হয়। ভগবদ্গীতায় (৭/১১) বলা হয়েছে যে, শাস্ত্র-নির্দেশ অনুসারে কাম আচরণ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার প্রতীক। কাম আচরণে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে, পতি ও পত্নী উভয়কে তাদের মানসিক অবস্থা, কাল, দেবতাদের আনুগত্য এবং পত্নীকে পতির নির্দেশ সম্বন্ধে বিচার করতে হয়। বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় যৌন জীবনের জন্য উপযুক্ত মাঙ্গলিক সময়ের বিচার করা হয়, যাকে বলা হয় গর্ভাধানের সময়। দিতি সমস্ত শাস্ত্র-নির্দেশ অবহেলা করেছিলেন, এবং তাই, যদিও তিনি সুসন্তান লাভের জন্য

অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন, তবুও তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁর সন্তান ব্রাহ্মণের পুত্র হওয়ার যোগ্য হবে না। এখানে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেই সব সময় ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। রাবণ ও হিরণ্যকশিপুর মতো ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিল, কিন্তু তাদের ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা হয়নি, কেননা তাদের পিতারা তাদের জন্মের জন্য আবশ্যক বিধি-নিষেধ অনুসরণ করেননি। এই প্রকার সন্তানদের বলা হয় রাক্ষস। পুরাকালে বৈদিক অনুশাসনের অবজ্ঞা করার ফলে কেবল একজন বা দুজন রাক্ষস ছিল, কিন্তু কলিযুগে যৌন জীবনে কোন রকম নিয়মানুবর্তিতা নেই, অতএব কিভাবে সুসন্তান আশা করা যায়? অবাঞ্ছিত সন্তান কখনই সমাজের সুখের কারণ হতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করে তাদের মনুষ্যস্তরে উন্নীত করা যেতে পারে। সেইটি হচ্ছে মানবসমাজের প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুপম উপহার।

শ্লোক ৩৯

ভবিষ্যতস্তবাভদ্রাবভদ্রে জাঠরাধমৌ ।
লোকান্ সপালাংস্ত্রীংশ্চণ্ডি মুহুরাক্রন্দয়িষ্যতঃ ॥ ৩৯ ॥

ভবিষ্যতঃ—জন্মগ্রহণ করবে; **তব**—তোমার; **অভদ্রৌ**—দুটি অবজ্ঞাপূর্ণ পুত্র; **অভদ্রে**—হে ভাগ্যহীনা; **জাঠর-অধমৌ**—অভিশপ্ত গর্ভ থেকে উৎপন্ন; **লোকান্**—সমস্ত লোকের; **স-পালান্**—তাদের শাসকবর্গসহ; **ত্রীন্**—তিন; **চণ্ডি**—ক্রোধশীলা স্ত্রী; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **আক্রন্দয়িষ্যতঃ**—শোকপূর্ণ রোদনের কারণ হবে।

অনুবাদ

হে ক্রোধশীলা! তোমার অভিশপ্ত গর্ভ থেকে দুটি কুলাঙ্গার পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। হে ভাগ্যহীনা! তারা ত্রিলোকের সকলের নিরন্তর শোকের কারণ হবে।

তাৎপর্য

ঘৃণ্য সন্তানদের জন্ম হয় অভিশপ্ত মাতার গর্ভ থেকে। ভগবদ্গীতায় (১/৪০) বলা হয়েছে, "যখন জ্ঞাতসারে ধর্মজীবনের বিধি-নিষেধের অবজ্ঞা করা হয়, তখন তার পরিণামস্বরূপ অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্ম হয়।" এইটি বিশেষ করে পুত্রদের বেলায় সত্য; মা যদি সদাচারিণী না হয়, তাহলে পুত্র কখনও ভাল হতে পারে

না। জ্ঞানবান কশ্যপ অভিশপ্ত দিতির গর্ভে উৎপন্ন পুত্রের চরিত্র কিরকম হবে তা পূর্বেই দেখতে পেয়েছিলেন। মাতার অত্যধিক যৌন আসক্তি ও শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের অবজ্ঞার ফলে, দিতির জঠর অভিশপ্ত হয়েছিল। যে সমাজে এই প্রকার নারীদের প্রাধান্য, সেখানে সুসন্তান আশা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৪০

প্রাণিনাং হন্যমানানাং দীনানামকৃতাগসাম্ ।
স্ত্রীণাং নিগৃহ্যমাণানাং কোপিতেষু মহাত্মসু ॥ ৪০ ॥

প্রাণিনাম্—জীবেদের; হন্যমানানাম্—হত্যাকারীদের; দীনানাম্—দরিদ্রদের; অকৃত-আগসাম্—নিষ্পাপদের; স্ত্রীণাম্—নারীদের; নিগৃহ্যমাণানাম্—উৎপীড়নকারীদের; কোপিতেষু—ক্রুদ্ধ হয়ে; মহাত্মসু—মহাত্মাদের।

অনুবাদ

তারা দীন, নিষ্পাপ প্রাণীদের হত্যা করবে, নারীদের অত্যাচার করবে এবং মহাত্মাদের ক্রোধ উৎপাদন করবে।

তাৎপর্য

আসুরিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায় যখন নিষ্পাপ ও অসহায় প্রাণীদের হত্যা করা হয়, নারীদের উপর অত্যাচার হয়, এবং কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন মহাত্মারা ক্রুদ্ধ হন। আসুরিক সমাজে জিহ্বার তৃপ্তিসাধনের জন্য অসহায় পশুদের হত্যা করা হয়, অনর্থক কাম আচরণের দ্বারা নারীদের নির্যাতন করা হয়। যেখানে স্ত্রী ও মাংস আছে, সেখানে সুরা ও যৌন আচরণ অনিবার্য। সমাজে যখন এইগুলির প্রাধান্য দেখা দেয়, তখন ভগবানের কৃপায় স্বয়ং ভগবানের দ্বারা কিংবা তাঁর প্রতিনিধির দ্বারা সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আশা করা যায়।

শ্লোক ৪১

তদা বিশ্বেশ্বরঃ ক্রুদ্ধো ভগবাঁল্লোকভাবনঃ ।
হনিষ্যত্যবতীর্যাসৌ যথাদ্রীন্ শতপর্বধৃক্ ॥ ৪১ ॥

তদা—সেই সময়; বিশ্ব-ঈশ্বরঃ—জগতের ঈশ্বর; ক্রুদ্ধঃ—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; লোক-ভাবনঃ—জনসাধারণের মঙ্গল কামনা করে;

হনিষ্যতি—হত্যা করবেন; অবতীর্য—স্বয়ং অবতরণ করে; অসৌ—তিনি; যথা—যেন; অদ্রীন্—পর্বতসমূহ; শত-পর্ব-ধৃক্—বজ্রধারী (ইন্দ্র)।

অনুবাদ

সেই সময় সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী জগদীশ্বর ভগবান অবতীর্ণ হয়ে, ঠিক যেভাবে ইন্দ্র তাঁর বজ্রের দ্বারা পর্বতসমূহকে চূর্ণ করেন, সেইভাবে তাদের সংহার করবেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৮) বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভক্তদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের সংহার করার জন্য ভগবান অবতরণ করেন। ভগবদ্ভক্তদের প্রতি অপরাধ করার ফলে, জগদীশ্বর ভগবান দিতির পুত্রদের সংহার করার জন্য আবির্ভূত হবেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, দুর্গা, কালী প্রভৃতি ভগবানের বহু প্রতিনিধি রয়েছেন, যাঁরা এই পৃথিবীর যে কোন ভয়ঙ্কর দুষ্কৃতকারীকে দণ্ডদান করতে পারেন। বজ্রের দ্বারা পর্বতসমূহের চূর্ণ হওয়ার দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত সমীচীন। এই ব্রহ্মাণ্ডে পর্বতকে সবচাইতে কঠিনভাবে নির্মিত বলে মনে করা হয়, তবুও পরমেশ্বর ভগবানের ব্যবস্থায় তা অনায়াসে চূর্ণবিচূর্ণ হতে পারে। যে কোন বলবান ব্যক্তিকে সংহার করার জন্য ভগবানকে অবতরণ করতে হয় না; তিনি আসেন কেবল তাঁর ভক্তদের জন্য। প্রত্যেক ব্যক্তি জড়া প্রকৃতি প্রদত্ত ক্লেশ ভোগ করতে বাধ্য, কিন্তু নিরীহ মানুষদের হত্যা, পশুহত্যা অথবা নারীদের উৎপীড়ন, দুষ্কৃতকারীদের এই সমস্ত কার্যকলাপ সকলের পক্ষেই ক্ষতিকর, তার ফলে ভক্তদের কাছে বেদনাদায়ক, এবং তাই ভগবান তখন অবতরণ করেন। তিনি কেবল তাঁর ঐকান্তিক ভক্তদের পরিত্রাণ করার জন্য অবতরণ করেন। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, ভগবান তাঁর ভক্তদের পক্ষপাতিত্ব করছেন, কিন্তু দুষ্কৃতকারীরা যখন ভগবান কর্তৃক নিহত হয়, সেইটিও তাদের প্রতি ভগবানের কৃপা। ভগবান যেহেতু পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর দুষ্কৃতকারীদের সংহার করা এবং ভক্তদের অনুগ্রহ করা এই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শ্লোক ৪২

দিতিরুবাচ

বধং ভগবতা সাক্ষাৎসুনাভোদারবাহুনা ।
আশাসে পুত্রয়োর্মহ্যং মা ক্রুদ্ধাদ্ব্রাহ্মণাদ্প্রভো ॥ ৪২ ॥

দিতিঃ উবাচ—দিতি বললেন; **বধম্**—বধ; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **সাক্ষাৎ**—সরাসরিভাবে; **সুনাভ**—তাঁর সুদর্শন চক্রের দ্বারা; **উদার**—অত্যন্ত মহানুভব; **বাহুনা**—বাহুর দ্বারা; **আশাসে**—আমি বাসনা করি; **পুত্রয়োঃ**—পুত্রদের; **মহ্যম্**—আমার; **মা**—যেন কখনই তা না হয়; **ক্রুদ্ধাৎ**—ক্রোধের দ্বারা; **ব্রাহ্মণাৎ**—ব্রাহ্মণদের; **প্রভো**—হে স্বামীন্।

অনুবাদ

দিতি বললেন—আমার পুত্রেরা যে সুদর্শন চক্রধারী পরমেশ্বর ভগবানের হস্তের দ্বারা উদারতাপূর্বক নিহত হবে, তা অত্যন্ত শুভ। হে স্বামীন্! তারা যেন কখনও ব্রাহ্মণ ভগবদ্ভক্তদের ক্রোধের দ্বারা নিহত না হয়।

তাৎপর্য

দিতি যখন তাঁর পতির কাছ থেকে শুনলেন যে, তাঁর পুত্রদের আচরণে মহাত্মাগণ ক্রুদ্ধ হবেন, তখন তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হন। তিনি ভেবেছিলেন যে, তাঁর পুত্রেরা ব্রাহ্মণদের ক্রোধের দ্বারা নিহত হতে পারে। ব্রাহ্মণেরা যখন কারও প্রতি ক্রুদ্ধ হন, তখন ভগবান আবির্ভূত হন না, কেননা ব্রাহ্মণের ক্রোধই যথেষ্ট। কিন্তু তাঁর ভক্তেরা যখন দুঃখিত হন, তখন তিনি অবশ্যই আবির্ভূত হন। ভগবদ্ভক্ত কখনই দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে, ভগবানের আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা করেন না, এবং তাঁরা কখনই তাঁদের রক্ষা করার জন্য ভগবানকে বিব্রত করেন না। পক্ষান্তরে, তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য ভগবান উৎকণ্ঠিত থাকেন। দিতি ভালভাবেই জানতেন যে, ভগবানের হস্তে তাঁর পুত্রদের মৃত্যু হলে ভগবানের করুণারই প্রকাশ হবে, এবং তাই তিনি বলেছেন যে, ভগবানের সুদর্শন চক্র ও তাঁর বাহুসমূহ অত্যন্ত উদার। কেউ যদি ভগবানের চক্রের দ্বারা নিহত হয়, এবং তার ফলে ভগবানের বাহু দর্শন করার সৌভাগ্য অর্জন করে, তাহলে তা-ই তার মুক্তির জন্য যথেষ্ট। মহান ঋষিরাও এই প্রকার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন না।

শ্লোক ৪৩

ন ব্রহ্মদণ্ডদগ্ধস্য ন ভূতভয়দস্য চ ।
নারকাশ্চানুগৃহ্ণন্তি যাং যাং যোনিমসৌ গতঃ ॥ ৪৩ ॥

ন—কখনই না; **ব্রহ্ম-দণ্ড**—ব্রাহ্মণের দেওয়া দণ্ড; **দগ্ধস্য**—যিনি এইভাবে দণ্ডিত হয়েছেন; **ন**—নয়; **ভূত-ভয়-দস্য**—যিনি সর্বদাই জীবের কাছে ভয়ঙ্কর; **চ**—ও;

নারকাঃ—যারা নরকে যাওয়ার জন্য অভিশপ্ত হয়েছে; **চ**—ও; **অনুগৃহ্ণন্তি**—কৃপা করেন; **যাম্ যাম্**—যেই যেই; **যোনিম্**—প্রজাতি; **অসৌ**—অপরাধী; **গতঃ**—যায়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছে অথবা সর্বদা অন্য প্রাণীদের ভয় প্রদান করে, নারকীরাও তাকে কৃপা করে না, অথবা যেই যোনিতে তার জন্ম হয়, সেই যোনির প্রাণীরাও তার প্রতি অনুগ্রহ করে না।

তাৎপর্য

অভিশপ্ত জীবেদের একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুর। কুকুর এতই অভিশপ্ত যে, তাদের সঙ্গীদের প্রতিও তারা কোন রকম সহানুভূতি প্রদর্শন করে না।

শ্লোক ৪৪-৪৫

কশ্যপ উবাচ

কৃতশোকানুতাপেন সদ্যঃ প্রত্যবমর্শনাৎ ।
ভগবত্যুরুমানাচ্চ ভবে ময্যপি চাদরাৎ ॥ ৪৪ ॥
পুত্রস্যৈব চ পুত্রাণাং ভবিতৈকঃ সতাং মতঃ ।
গাস্যন্তি যদ্‌যশঃ শুদ্ধং ভগবদ্‌যশসা সমম্ ॥ ৪৫ ॥

কশ্যপঃ উবাচ—জ্ঞানবান কশ্যপ বললেন; **কৃত-শোক**—শোক করে; **অনুতাপেন**—অনুতাপের দ্বারা; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **প্রত্যবমর্শনাৎ**—উচিত বিচারের দ্বারা; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **উরু**—মহান; **মানাৎ**—পূজা; **চ**—এবং; **ভবে**—ভগবান শিবের প্রতি; **ময়ি অপি**—আমাকেও; **চ**—এবং; **আদরাৎ**—শ্রদ্ধা সহকারে; **পুত্রস্য**—পুত্রের; **এব**—নিশ্চয়ই; **চ**—এবং; **পুত্রাণাম্**—পুত্রদের; **ভবিতা**—জন্মগ্রহণ করবে; **একঃ**—এক; **সতাম্**—ভক্তদের; **মতঃ**—অনুমোদিত; **গাস্যন্তি**—ঘোষণা করবে; **যৎ**—যাঁর; **যশঃ**—কীর্তি; **শুদ্ধম্**—দিব্য; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **যশসা**—কীর্তিসহ; **সমম্**—সমভাবে।

অনুবাদ

জ্ঞানবান কশ্যপ বললেন—তোমার শোক, অনুতাপ, যথাযথ বিচার, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তোমার ঐকান্তিক ভক্তি এবং শিব ও আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধার

ফলে, তোমার পুত্রের (হিরণ্যকশিপুর) পুত্রদের মধ্যে একজন (প্রহ্লাদ) ভগবানের এক সর্বমান্য ভক্ত হবেন, এবং তাঁর কীর্তি ভগবানেরই কীর্তির মতো বিস্তার লাভ করবে।

শ্লোক ৪৬

যোগৈর্হেমেব দুর্বর্ণং ভাবয়িষ্যন্তি সাধবঃ ।
নির্বৈরাদিভিরাত্মানং যচ্ছীলমনুবর্তিতুম্ ॥ ৪৬ ॥

যোগৈঃ—সংশোধনের প্রক্রিয়ার দ্বারা; হেম—স্বর্ণ; ইব—মতো; দুর্বর্ণম্—নিম্ন স্তরের; ভাবয়িষ্যন্তি—পবিত্র করবে; সাধবঃ—সাধুগণ; নির্বৈর-আদিভিঃ—বৈরী ইত্যাদির ভাব থেকে মুক্ত হওয়ার অভ্যাসের দ্বারা; আত্মানম্—আত্মাকে; যৎ—যার; শীলম্—চরিত্র; অনুবর্তিতুম্—পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

অনুবাদ

তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য, সাধুরা বৈরী ভাব থেকে মুক্ত হওয়ার অভ্যাস করে, তাঁর মতো চরিত্র লাভের চেষ্টা করবে, ঠিক যেভাবে নিম্ন স্তরের স্বর্ণকে সংশোধনের উপায়ের দ্বারা শোধন করা হয়।

তাৎপর্য

নিজের অস্তিত্ব সংশোধন করার প্রক্রিয়া যে যোগ অভ্যাস, তা প্রধানত আত্মসংযমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আত্মসংযম ব্যতীত বৈরী ভাব থেকে মুক্তি লাভের অভ্যাস করা যায় না। বদ্ধ অবস্থায় প্রতিটি জীবই অন্য জীবেদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, কিন্তু মুক্ত অবস্থায় এই প্রকার বৈরী ভাব থাকে না। প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁর পিতা নানাভাবে নির্যাতন করেছিল, তবুও তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর পিতাকে মুক্তি দান করেন। তিনি কোন রকম বর গ্রহণ করতে চাননি, পক্ষান্তরে, তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, যেন তাঁর নাস্তিক পিতা মুক্তি লাভ করেন। তাঁর পিতার প্ররোচনায় যারা তাঁকে উৎপীড়িত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তাদের তিনি কখনও অভিশাপ দেননি।

শ্লোক ৪৭

যৎপ্রসাদাদিদং বিশ্বং প্রসীদতি যদাত্মকম্ ।
স স্বদৃগ্‌ভগবান্ যস্য তোষ্যতেঽনন্যয়া দৃশা ॥ ৪৭ ॥

যৎ—যাঁর; প্রসাদাৎ—কৃপায়; ইদম্—এই; বিশ্বম্—ব্রহ্মাণ্ড; প্রসীদতি—প্রসন্ন হয়; যৎ—যাঁর; আত্মকম্—তাঁর সর্বশক্তিমত্তার ফলে; সঃ—তিনি; স্ব-দৃক্—তাঁর ভক্তদের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; যস্য—যাঁর; তোষ্যতে—প্রসন্ন হন; অনন্যয়া—অবিচলিতভাবে; দৃশা—বুদ্ধিমত্তার দ্বারা।

অনুবাদ

তাঁর প্রতি সকলেই প্রসন্ন হবেন, কেননা যে ভক্ত ভগবান ব্যতীত অন্য আর কিছু কামনা করেন না, তাঁর প্রতি সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান সর্বদা প্রসন্ন থাকেন।

তাৎপর্য

পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান সর্বত্র বিরাজমান, এবং তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সকলকেই নির্দেশ দিতে পারেন। দিতির ভাবী পৌত্র, যিনি একজন মহান ভগবদ্ভক্ত হবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তিনি সকলেরই প্রিয় হবেন, এমনকি তাঁর পিতার শত্রুদের কাছেও, কেননা পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত তিনি অন্য আর কিছু দর্শন করবেন না। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত তাঁর আরাধ্য ভগবানকে সর্বত্র দর্শন করেন। ভগবানও ভক্তের এই প্রকার দর্শনের প্রতিদান দেন, অন্তর্যামীরূপে তিনি সকলকে তাঁর শুদ্ধ ভক্তের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হওয়ার জন্য প্রেরণা প্রদান করেন। ইতিহাসে সবচাইতে হিংস্র পশুদেরও ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

শ্লোক ৪৮

স বৈ মহাভাগবতো মহাত্মা
মহানুভাবো মহতাং মহিষ্ঠঃ ।
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা হ্যনুভাবিতাশয়ে
নিবেশ্য বৈকুণ্ঠমিমং বিহাস্যতি ॥ ৪৮ ॥

সঃ—তিনি; বৈ—নিশ্চয়ই; মহা-ভাগবতঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত; মহা-আত্মা—প্রসারিত বুদ্ধি; মহা-অনুভাবঃ—বিস্তৃত প্রভাব; মহতাম্—মহাত্মাদের; মহিষ্ঠঃ—সব থেকে মহান; প্রবৃদ্ধ—সুপরিপক্ক; ভক্ত্যা—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; হি—নিশ্চয়ই; অনুভাবিত—অনুভাবের স্তরে অবস্থিত হয়ে; আশয়ে—মনে; নিবেশ্য—প্রবেশ করে; বৈকুণ্ঠম্—চিদাকাশে; ইমম্—এই (জড় জগতে); বিহাস্যতি—পরিত্যাগ করবে।

অনুবাদ

সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা, মহানুভব ও মহাত্মাদের মধ্যে সবচাইতে মহৎ হবেন। তাঁর পরিপক্ক ভক্তির ফলে, তিনি অবশ্যই চিন্ময়ভাব-সমাধিতে অবস্থিত হবেন এবং এই জড় জগৎ ত্যাগ করার পর চিৎ জগতে প্রবেশ করবেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তি বিকাশের তিনটি স্তর রয়েছে, যেগুলিকে বলা হয় *স্থায়ীভাব, অনুভাব* ও *মহাভাব* । নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণ ভগবৎ প্রেমকে বলা হয় *স্থায়ীভাব*, এবং যখন তা এক বিশেষ দিব্য সম্পর্কের দ্বারা সম্পন্ন হয়, তখন তাকে বলা হয় *অনুভাব* । কিন্তু মহাভাব ভগবানের স্বীয় হ্লাদিনী শক্তির মধ্যেই দেখা যায়। এখানে বোঝা যায় যে, দিতির পৌত্র প্রহ্লাদ মহারাজ নিরন্তর ভগবানের ধ্যান করবেন এবং ভগবানের লীলাসমূহ কীর্তন করবেন। যেহেতু তিনি নিরন্তর ভগবানের ধ্যানে মগ্ন থাকবেন, তাই তিনি তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করার পর, অনায়াসে চিৎ জগতে স্থানান্তরিত হবেন। এই প্রকার ধ্যান ভগবানের পবিত্র নাম-কীর্তন ও শ্রবণ দ্বারা অধিকতর সহজ-সরলভাবে অনুষ্ঠান করা যায়। এই কলিযুগে সেই পন্থা বিশেষভাবে গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৪৯

অলম্পটঃ শীলধরো গুণাকরো
হৃষ্টঃ পরর্দ্ধ্যা ব্যথিতো দুঃখিতেষু ।
অভূতশত্রুর্জগতঃ শোকহর্তা
নৈদাঘিকং তাপমিবোডুরাজঃ ॥ ৪৯ ॥

অলম্পটঃ—ধার্মিক; **শীল-ধরঃ**—সুশীল; **গুণ-আকরঃ**—সমস্ত সদ্‌গুণের আধার; **হৃষ্টঃ**—প্রসন্ন; **পর-ঋদ্ধ্যা**—অন্যের প্রসন্নতার দ্বারা; **ব্যথিতঃ**—পীড়িত; **দুঃখিতেষু**—অন্যের দুঃখে; **অভূত-শত্রুঃ**—অজাতশত্রু; **জগতঃ**—সমস্ত বিশ্বের; **শোক-হর্তা**—শোক বিনাশকারী; **নৈদাঘিকম্**—গ্রীষ্মকালীন সূর্যের প্রভাবে; **তাপম্**—ক্লেশ; **ইব**—যেমন; **উডু-রাজঃ**—চন্দ্র।

অনুবাদ

তিনি ধার্মিক, সুশীল, সমস্ত সদ্‌গুণের আধার হবেন। তিনি পরসুখে সুখী, পরদুঃখে দুঃখী এবং অজাতশত্রু হবেন। চন্দ্র যেমন গ্রীষ্মকালীন সূর্যের তাপ দূর করেন, তেমনই তিনি জগতের শোক হরণ করবেন।

তাৎপর্য

ভগবানের আদর্শ ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজ মানুষের পক্ষে সম্ভব সমস্ত সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন। যদিও তিনি এই পৃথিবীর সম্রাট ছিলেন, তবুও তিনি অসৎ চরিত্র ছিলেন না। তাঁর শৈশব থেকেই তিনি সমস্ত সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। সেই সমস্ত গুণাবলীর গণনা না করে এখানে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, তিনি সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন। সেটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ। শুদ্ধ ভক্তের সবচাইতে মহত্ত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তিনি লম্পট বা অসংযমী নন, এবং তাঁর আর একটি গুণ হচ্ছে যে, তিনি সর্বদা অপরের দুঃখ দূর করার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন। জীবের সবচেয়ে জঘন্য দুর্দশা হচ্ছে তার কৃষ্ণ-বিস্মৃতি। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাই সর্বদা সকলের কৃষ্ণভাবনা জাগরিত করার চেষ্টা করেন। সেইটি হচ্ছে সমস্ত ক্লেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ।

শ্লোক ৫০

অন্তর্বহিশ্চামলমব্জনেত্রং
স্বপূরুষেচ্ছানুগৃহীতরূপম্ ।
পৌত্রস্তব শ্রীললনাললামং
দ্রষ্টা স্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতাননম্ ॥ ৫০ ॥

অন্তঃ—অন্তরে; **বহিঃ**—বাইরে; **চ**—ও; **অমলম্**—নিষ্কলুষ; **অব্জ-নেত্রম্**—কমলনয়ন; **স্ব-পূরুষ**—তাঁর ভক্ত; **ইচ্ছা-অনুগৃহীত-রূপম্**—ইচ্ছা অনুসারে রূপধারণকারী; **পৌত্রঃ**—পৌত্র; **তব**—তোমার; **শ্রী-ললনা**—সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী সুন্দরী লক্ষ্মীদেবী; **ললামম্**—অলঙ্কৃত; **দ্রষ্টা**—দেখবে; **স্ফুরৎ-কুণ্ডল**—উজ্জ্বল কর্ণভূষণের দ্বারা; **মণ্ডিত**—অলঙ্কৃত; **আননম্**—মুখ।

অনুবাদ

লক্ষ্মীরূপা ললনার ভূষণস্বরূপ, ভক্তের ইচ্ছা অনুসারে রূপধারণকারী, কুণ্ডল-শোভিত মুখমণ্ডল, কমলনয়ন পরমেশ্বর ভগবানকে তোমার পৌত্র সর্বদা অন্তরে ও বাইরে দর্শন করবেন।

তাৎপর্য

এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, দিতির পৌত্র প্রহ্লাদ মহারাজ কেবল ধ্যানের দ্বারা অন্তরেই পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করবেন না, তিনি তাঁর স্বীয় চক্ষুর দ্বারা

প্রত্যক্ষভাবেও তাঁকে দর্শন করতে সক্ষম হবেন। এই প্রত্যক্ষ দর্শন কেবল তাঁদেরই পক্ষে সম্ভব, যাঁরা কৃষ্ণভক্তিতে অত্যন্ত উন্নত, কেননা জড় চক্ষুর দ্বারা ভগবানকে দর্শন করা সম্ভব নয়। পরমেশ্বর ভগবানের কৃষ্ণ, বলদেব, সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, বাসুদেব, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন আদি অসংখ্য নিত্য রূপ রয়েছে, এবং ভগবদ্ভক্তেরা জানেন যে, তাঁরা সকলই ছিলেন বিষ্ণুর রূপ। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের নিত্য স্বরূপের কোন একটি রূপের প্রতি আসক্ত হন, এবং ভগবানও তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে রূপ ধারণ করে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হন। ভগবদ্ভক্ত কখনও ভগবানের রূপ সম্বন্ধে তাঁর খেয়াল-খুশি মতো কল্পনা করেন না, অথবা তিনি কখনও মনে করেন না যে, ভগবান হচ্ছেন নির্বিশেষ এবং অভক্তদের বাসনা অনুসারে কোন রূপ ধারণ করতে পারেন। অভক্তদের ভগবানের রূপ সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, এবং তাই তারা উল্লিখিত ভগবানের রূপগুলির কোন একটি সম্বন্ধেও চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু ভক্ত যখনই ভগবানকে দর্শন করেন, তিনি তাঁকে সবচাইতে সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত রূপে, তাঁর নিত্য সহচরী ও নিত্য সৌন্দর্যমণ্ডিতা লক্ষ্মীদেবী-সহ দর্শন করেন।

শ্লোক ৫১

মৈত্রেয় উবাচ

শ্রুত্বা ভাগবতং পৌত্রমমোদত দিতির্ভৃশম্ ।
পুত্রয়োশ্চ বধং কৃষ্ণাদ্বিদিত্বাসীন্মহামনাঃ ॥ ৫১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ভাগবতম্**—ভগবানের পরম ভক্ত; **পৌত্রম্**—পৌত্র; **অমোদত**—প্রীত হয়েছিলেন; **দিতিঃ**—দিতি; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **পুত্রয়োঃ**—পুত্রদ্বয়ের; **চ**—ও; **বধম্**—হত্যা; **কৃষ্ণাৎ**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **বিদিত্বা**—সেই কথা জেনে; **আসীৎ**—হয়েছিলেন; **মহা-মনাঃ**—মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—তাঁর পৌত্র একজন মহান ভক্ত হবেন এবং তাঁর পুত্রেরা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিহত হবে জেনে দিতি মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দিতি যখন জানতে পেরেছিলেন যে, অসময়ে গর্ভধারণ করার ফলে তাঁর পুত্রেরা আসুরিক হবে এবং ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত

হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনলেন যে, তাঁর পৌত্র একজন মহান ভক্ত হবেন এবং তাঁর দুই পুত্র ভগবানের দ্বারা নিহত হবে, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। একজন মহর্ষির পত্নী এবং মহান প্রজাপতি দক্ষের কন্যারূপে তিনি জানতেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা নিহত হওয়া এক মহা সৌভাগ্য। ভগবান যেহেতু পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর হিংসা ও অহিংসা উভয় কর্মই পরম স্তরে সংঘটিত হয়। ভগবানের এই প্রকার কার্যে কোন রকম পার্থক্য নেই। জড় জগতের হিংসা ও অহিংসার সঙ্গে ভগবানের কার্যকলাপের কোন সম্পর্ক নেই। ভগবানের দ্বারা নিহত অসুরেরাও সেই একই ফল প্রাপ্ত হয়, যা বহু জন্ম-জন্মান্তরের কঠোর তপশ্চর্যা ও আত্মনিগ্রহ করার পর মুক্তিকামী ব্যক্তি লাভ করেন। এখানে ভূশম্ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা তা সূচিত করে যে, দিতি আশাতীতভাবে প্রসন্ন হয়েছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'সায়ংকালে দিতির গর্ভধারণ' নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।